লন্ডনে
‘গণহত্যামুক্ত’ পণ্য
‘গাজা কোলা’

সারে-জমিন

মুম্বাইয়ে জঙ্গি হানায় নিহত পুত্রের স্মৃতি আঁকড়ে বাব-মা

রূপসী বাংলা

ধর্মের মূল অভিমুখ থেকে বিচ্যুতির কারণ ও পরিণাম

সম্পাদকীয়

রেল-বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্নামঞ্চ নলহাটিতে

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২৬ নভেম্বর, ২০২৪
১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

পার্থে ২৯৫ রানে টেস্ট জয়, ইতিহাস ভারতের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 319 ■ Daily APONZONE ■ 26 November 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

তৃণমূলের সংগঠন ঢেলে সাজালেন মমতা

আপনজন ডেস্ক: সোমবার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ সহ সকলে। বৈঠকে সংগঠনের একাধিক পদে রদবদল ঘটান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ম সমিতির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান,বিমান বন্দোপাধ্যায়, মানস ভূঁইয়া, কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় ও মালা রায় এবং জাভেদ খান নতুন জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পার্লামেন্ট শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়ান, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়, নাদিমুল হক। বিধানসভা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দেবাশিস কুমার। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র যাঁরা হবেন, সেটার কো অরডিনেট করবেন অরূপ বিশ্বাস। দিল্লিতে সর্বভারতীয়তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা বলবেন, সেই মুখপাত্ররা হলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডেরেক ও ব্রায়ান, সাগরিকা ঘোষ, কীর্তি আজাদ, সুস্মিতা দেব। দলের হয়ে অর্থনৈতিক বিষয় বক্তব্য পেশ করতে পারবেন অমিত মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শিল্প বিষয় বক্তব্য রাখতে পারবেন শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিষয়ক দলীয় বক্তব্য পেশ করার জন্য নাম মনোনীত হয়েছে গৌতম দেব, উদিয়ন গুহ ও প্রকাশ চিকের। ঝাড়গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা । চা বাগান সংক্রান্ত বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করার জন্য মনোনীত হয়েছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক।

সমাপ্ত মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের দুদিনের অধিবেশন

ওয়াকফ বিল অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক: ল’ বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: ২৫ নভেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরোধিতা করে এটিকে “অগণতান্ত্রিক” এবং “অসাংবিধানিক” বলে অভিহিত করেছে। রবিবার বেঙ্গালুরুতে শুরু হওয়া দু’দিনের সম্মেলন শেষে এআইএমপিএলবি বিতর্কিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) সহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে সোমবার তাদের বিবৃতি দিয়েছে।এআই এমপি এলবি-র মুখপাত্র বলেন, ‘সম্মেলনে, আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের মুখোমুখি বিভিন্ন সমস্যা সম্বোধন করেছি। আমরা ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ নিয়ে আলোচনা করেছি, এর বিরোধিতা ব্যাখ্যা করেছি এবং আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা দিয়েছি। উত্তরাখণ্ডে ইতিমধ্যেই চালু হওয়া অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়েও আমরা কথা বলেছি।’ এআইএমপিএলবি-র মুখপাত্র সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেন, আমরা এই আইনকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি দেশে ক্রমবর্ধমান ঘৃণামূলক বক্তব্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, নবী মুহাম্মদ(স:)সম্পর্কে বেশ কয়েকজন নেতার বিরক্তিকর বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে বলেন এই জাতীয় মন্তব্য বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ‘প্রতিদিনই মসজিদে নতুন নতুন বিরোধ দেখা দেয়, এরপর আদালতের নির্দেশ আসে জরিপের জন্য। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে উপলব্ধ সমস্ত আইনি ও সাংবিধানিক বিধান ব্যবহার করব। আজ তারা ওয়াকফ ও ইউসিসিকে টার্গেট করছে; আগামিকাল তারা গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি বা হিন্দু এনডাওমেন্ট অ্যাক্টকে নিশানা করতে পারে। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ অগণতান্ত্রিক, সংবিধান বিরোধী এবং অযৌক্তিক। জেপিসি সম্ভাব্য বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারী কর্মকর্তা, আইন বিশেষজ্ঞ, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ইনপুট সংগ্রহের জন্য একাধিক বৈঠক করছে।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কনভেনশনের অভিমত ছিল যে ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত ৪৪টি সংশোধনী এবং তাদের উপধারাগুলি ওয়াকফ সম্পত্তির মর্যাদা ধ্বংস করার প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটি এই ইস্যুতে যাদের কোনও অধিকার নেই এবং নিয়ম লঙ্ঘন করে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে তাদের দিকে সময় ও মনোযোগ দিচ্ছে। এতে বলা হয়েছে যে এআইএমপিএলবির একটি প্রতিনিধি দল পূর্ণাঙ্গ কমিটির সাথে দেখা করেছে এবং বিলের বিষয়ে তাদের আপত্তি উপস্থাপন করেছে। প্রতিনিধি দলটি তাদের গবেষণার ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত নথিও জমা দিয়েছে।

বোর্ডের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রায় ৩.৬৬ কোটি মুসলিম কিউআর কোড ব্যবহার করে বিলটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ছাড়া অন্যান্য মুসলিম দলও আলাদাভাবে তাদের মতামত পেশ করেছে। প্রায় পাঁচ কোটি মুসলমান সামগ্রিকভাবে বিলটি প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের মতো গণতন্ত্রে এই সংখ্যা অনেক বেশি, তাই কোনও বিবেকবান সরকারের এটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এআইএমপিএলবি ধর্মীয় স্থান সম্পর্কিত বিরোধ নিয়েও আলোচনা করেছে।

‘জয় শ্রীরাম’ বলতে বাধ্য করতে নগ্ন করে মারধর যোগী রাজ্যে!

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের মিরাটে এক যুবককে মারধর, নগ্ন করে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে। যদিও পুলিশ অস্বীকার করেছে যে অভিযুক্তরা যুবকটিকে নগ্ন করে স্লোগান দিতে বাধ্য করেছিল এবং বলেছে যে এটি প্রাথমিকভাবে শত্রুতার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। শনিবার রাত ৮টা নাগাদ পল্লভপুরমের সোফিপুর গ্রামের বাসিন্দা গুলফাম নগরের একটি বেসরকারি শ্যুটিং রেঞ্জে প্র্যাকটিস সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। আফতাবের অভিযোগ, গুলফামকে একটি মোটরসাইকেলে করে ভিক্টোরিয়া পার্কে নিয়ে গিয়ে তিন যুবক মারধর করে, বিবস্ত্র করে এবং জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করে। তার মোবাইল ফোনটিও ছিনিয়ে নেয় তারা। নির্যাতনের শিকার যুবকের পরিবারের সদস্যরা আরও দাবি করে যে তাকে মারধর ও নগ্ন করার পরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।তবে পুলিশ নগ্ন হয়ে জোর করে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।সিভিল লাইনের এসএইচও মহাবীর সিং বলেন, “এফআইআরে নির্যাতিত যুবক কে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করার কোনও উল্লেখ নেই। পুলিশের মতেএটি যুবকদের মধ্যে শত্রুতার প্রাথমিক ঘটনা।

আফতাবের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ৩৫১(২) (অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন), ৩৫২ (শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান) এবং ৩২৪ (দুষ্টুমি), সিভিল লাইনের সার্কেল অফিসার অভিষেক তিওয়ারির কাছে এই ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন এসএইচও সিং। গুলফাম বর্তমানে এখানে একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তিনি জাতীয় শুটিং প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে তার পরিবার।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

পাথর শিল্পের ধুলোয় নাজেহাল নলহাটিবাসী

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: পাথর শিল্পাঞ্চলের ধুলোয় নাজেহাল নলহাটি এলাকার মানুষজন। সেই বিষাক্ত ধুলোয় দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। দূষিত পরিবেশের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য নলহাটির হরিওকা সহ প্রতিবেশী গ্রামের মানুষ নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও এবং ভূমি আধিকারিককে চলতি মাসের গত ২২ তারিখ লিখিত অভিযোগ জানান। ব্লক আধিকারিকদের লিখিত অভিযোগ জানানোর সময় সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তারই প্রতিবাদে সোমবার সকাল ন'টা নাগাদ হরিওকা গ্রামের মানুষ সহ প্রতিবেশী গ্রামের বাসিন্দারা হরিওকা গ্রামের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগকারী রাফিকুল ইসলাম, সাইদুল মোল্লা এদের অভিযোগ হরিওকা গ্রাম সংলগ্ন কিছু পাথর ক্রসার আছে। সেগুলি চলার সময় জল স্প্রে না করাই অত্যাধিক পরিমাণে পাথরের ধুলো বাতাসে মিশে গ্রামের বাড়ি স্কুল সব জায়গাতে ঢুকছে। ফলে গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

ফেন্সিডিল সহ গ্রেফতার করল রানীতলা থানা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলসহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো রানিতলা থানার পুলিশ, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার নাজির চক এলাকায় অভিযান চালায় রানিতলা থানার ওসি মোঃ খুরশিদ আলম সহ তার পুলিশ টিম, ওই এলাকায় অভিযান চালানোর সময় এক যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে,তার পর তাকে সন্দেহ হওয়ায় আটক করে তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৫৬০ বোতল ফেনসিডিল তারপরেই ওই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বাঁকুড়ায় ফের শুরু হল আবাস তালিকার সার্ভের কাজ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কেন্দ্রের বঞ্চনার পর রাজ্য সরকার একক প্রচেষ্টায় রাজ্যের দুঃস্থ মানুষকে আবাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর আবাস লিস্টে প্রাপকদের একাউন্টে টাকা ঢোকাবে রাজ্য। তার আগে রাজ্যে সার্ভের কাজ সম্পন্নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের অন্যান্য জেলায় সার্ভের কাজ শুরু হলেও উপ নির্বাচনের জন্য বাঁকুড়া জেলায় তা সম্পূর্ণ করা যায়নি। অবশেষে বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা উপনির্বাচন সম্পন্ন হলে নির্বাচনী বিধি নিষেধ শেষ হবার পর তৎপর প্রশাসন। জেলায় তিনজন করে প্রতিনিধি একটি দল করে একাধিক গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে সার্ভে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। একজন অফিসার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং একজন ভিডিওগ্রাফার রয়েছে এই সার্ভে দলে।

সার্ভের সমস্ত প্রক্রিয়া ভিডিও রেকর্ড করতে হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্ভে দলকে জানানো হয়েছে অতি দ্রুততার সাথে এই সার্ভের কাজ সম্পন্ন করার জন্য।

ময়নাগুড়ির পুরান মসজিদে নস্যশেখ বোর্ড বসাল পানীয় জল প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার জেলার সদর মহকুমার ১নং ব্লকের মোয়ামারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ময়নাগুড়ি এলাকার পুরান মসজিদে নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন হল। এই প্রকল্পের ব্যায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে চার লক্ষ আশি হাজার টাকা। এদিনের পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধনের আগে মসজিদে জোহর নামাযের পর আগতদের নিয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৭ জানুয়ারি ২০২৫ পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে মুখ্য দাবি "ভূমিপুত্রের স্বীকৃতি"-কে প্রথম সারিতে রেখে সংখ্যালঘু এলাকার সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন , কোচবিহার শহরের প্রবেশদ্বার ফাঁসিরঘাটে সেতু স্থাপনের দাবি, আনএইডেট মাদ্রাসার পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মহামিছিলের প্রস্তুতি সভা সম্পন্ন হয়। প্রস্তুতি সভার পর পানীয় জল প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন , নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ড.বজলে রহমান, পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের জেলা সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী, কোষাধ্যক্ষ রিয়াজুল হক, ব্লক সভাপতি নূর ইসলাম, জেলা সহ সম্পাদক আবুল কালাম, গোলাম মোস্তফা,মোয়ামারী অঞ্চল সম্পাদক আব্বাস আলী,ব্লক কমিটি সদস্য মনিরুল ইসলাম । এছাড়াও মসজিদ কমিটির সর্দার রহমান আলি, মুরব্বী বজলে রহমান ও ইমাম সাহেব, সেই সঙ্গে মসজিদ কমিটির অনেক সদস্য এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। উদ্বোধন শেষে দোয়া করেন মসজিদের ইমাম সাহেব।

ডোমকলের তৃণমূল কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার, শুরু রাজনৈতিক তরজা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আসানসোলের কুলটি থানা এলাকার একটি বাড়িতে অবৈধ ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পাচারকারীরা জড়ো হয়েছিল আর সেই খবর পেয়ে বেঙ্গল পুলিশের এস টি এফ টিম ওই বাড়িতে হানা দিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ওই বাড়িতে তল্লাশি করলে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে পুলিশ।ঘটনাটি ঘটে গত শনিবার আর সেই খবর পরিবেশন হতেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে যায় মুর্শিদাবাদের ডোমকল পৌরসভা এলাকায়। ধৃতরা হলেন মনিরুল ইসলাম শফিকুল মন্ডল দুজনেই ডোমকলের বাসিন্দা বলে জানা যায়,ঘটনায় কুলটি থানায় আগ্নেয়াস্ত্র মামলা রুজু করা হয়েছে ধৃতদের স্থানীয় আদালতে তোলা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানাযায়,পাশাপশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ কথা থেকে কি উদ্দেশ্য এত পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসছিল তার। যদিও বিরোধীদের দাবি শফিকুল মন্ডল তৃণমূল বিধায়ক ঘনিষ্ঠ। এমনকি শফিকুল মন্ডল

ডোমকল পৌরসভার একজন অস্থায়ী কর্মী। আর এই ঘটনাই বিরোধীরা আক্রমণ করতে ছাড়েনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে। সামনেই পৌরসভা নির্বাচন আর তার আগে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী আর এই ঘটনাই ব্যাপক আতঙ্কে রয়েছেন বিরোধী শিবির বলেই জানাচ্ছেন ডোমকল এরিয়া কমিটির সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান রানা। তিনি আরো বলেন পৌরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। মোস্তাফিজুর রহমানের আরো দাবি, একজন অস্ত্র কারবারি কিভাবে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে,এত পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ডোমকলে নিয়ে আসে পৌরসভা নির্বাচনে অশান্তি করার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল।পুলিশের বিশেষ দল এস টি এফ এর কাজে সাধুবাদ জানান তবে আরো অনেক অস্ত্র কারবারি রয়েছে পুলিশ সঠিক ভাবে তদন্ত করলে আরো অনেক গ্রেফতার হবে বলেও তিনি জানান।

যদিও এই ঘটনায় তৃণমূল নেতৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মুম্বাইয়ে জঙ্গি হানায় নিহত ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে দিন কাটছে সস্ত্রীক আল্লারাখার

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের খোরজুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বদুয়া গ্রামের আশফাক শেখ বোম্বাইয়ের সিএস টি রেলস্টেশনে পার্সেল এর কাজ করত। প্রতিদিনের মতো সেই দিনও রেল স্টেশনে কাজ করছিল হঠাৎ চারিদিক দিয়ে গুলির আওয়াজ সন্ত্রাসবাদীদের গুলি এসে লাগে আসফাকের কোমরে। গুলি এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয় গুলি লাগে পায়ে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আশফাক। খবর আসে বদুযা গ্রামে আসফাকের বাড়িতে। সেদিন খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা আনারকলি বিবি, বাবা আল্লারাখা সেখ এবং পরিবারের লোকজন। আজো সেই কথা ভুলতে পারছেন না তারা। মা, বাবা ২০০৮ সালের

মুম্বই জঙ্গি হামলা উগ্র মতাদর্শমূলক সন্ত্রাসী হামলা ২০০৮ মুম্বই জঙ্গি হামলা (যা সাধারণত ছাব্বিশে নভেম্বর বা ২৬/১১ নামে পরিচিত) হয় পাকিস্তান থেকে জলপথে অনুপ্রবেশকারী কয়েকজন জঙ্গি কর্তৃক। ভারতের বৃহত্তম শহর মুম্বইতে সংঘটিত ১০টিরও বেশি ধারাবাহিক গুলিচালনা ও বোমাবিস্ফোরণের ঘটনা। এই হামলার জন্য যে সব জঙ্গিরা তথ্য সংগ্রহ করত, তারা পরে স্বীকার করেছে যে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) তাদের মদত জোগাত। ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত এই হামলা চলে। ঘটনায় ১৬৪ জন নিহত ও কমপক্ষে ৩০৮ জন আহত হন। সারা বিশ্বে এই ঘটনা তীব্রভাবে নিন্দিত হয়। বিচারে কাসবের মৃত্যুদণ্ড হয় ২০১০ সালের মে মাসে আর তার দুবছর পরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় মোড়া পুনে শহরের জেলে তার ফাঁসি হয়।

মুম্বাই শহরটাকে প্রায় ৬০ ঘণ্টা ধরে একরকম দখল করে রেখেছিল ওই সন্ত্রাসীরা, যার শুরুটা হয়েছিল ২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর। মুম্বাইয়ের প্রধান সিএসটি রেলস্টেশন বিলাসবহুল হোটেল এবং একটি ইহুদি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে চালানো ওই হামলায় মোট ১৬৬ জন প্রাণ হারান। হামলাকারীদের মধ্যে নয় জনও নিহত হয়। সেটি অবশ্য ২০০৮ সালের ঘটনা । আশফাকের মা-বাবা ছেলেকে হারিয়ে এখন হতাশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শংকরপুরে জমিয়তের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুর ব্লকের অন্তর্গত শংকরপুর এক নম্বর অঞ্চল জমিয়ত উলামা হিন্দের উদ্যোগে ২৮ শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারে প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে ধর্মতলার সমাবেশকে সফল করার জন্য এক পথসভা আয়োজন করা হয়। এদিনের এই পথসভায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর ব্লক জমিয়তের মাওলানা সাজিম গাজী সহ অন্যান্যরা।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় নার্সের মৃত্যু, সুপারকে ডেপুটেশন নার্সদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চিকিৎসাধীন অবস্থায় নার্সের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাট সদর হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন নার্সদের। অসুস্থ অবস্থায় নার্সকে হাসপাতালে ভর্তি করার সময় সিসিইউ ওয়ার্ডে বেড খালি থাকলেও সেখানে তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। যার ফলে মৃত্যু হয়েছে ওই নার্সের। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন দেয়া হয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ।

উল্লেখ্য, গতকাল বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সিসিইউ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ছন্দা বর্মন (২৬) নামে হাসপাতালে কর্মরত এক নার্সের। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুরে। এদিকে এই ঘটনায় সঠিক সময়ে সিসিইউ ওয়ার্ডে বেড না মেলায় ওই নার্সের মৃত্যু হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে

এদিন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের নার্সরা সুপারকে ডেপুটেশন দেন। পাশাপাশি বালুরঘাট হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের জন্য সর্বদা একটি বেড বরাদ্দ করবার জন্য আবেদন জানান তাঁরা। তাদের দাবি মানা না হলে, আগামী দিনে তারা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এ বিষয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল এক নার্স জানান, 'আমাদের স্টাফদের জন্য হাসপাতলে সর্বদা একটি অ্যালোটেড বেড রাখতে হবে। এই দাবি আমরা আজ সুপারকে জানিয়েছি। হাসপাতাল সুপার বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং এর জন্য সময় চেয়েছেন।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশবাগ জানান, 'একজন মহিলা নার্সের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁরা কিছু দাবি দাবা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

অনিয়মের অভিযোগ রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে, প্রশ্নের মুখে খাদ্য দফতর

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের করনদীঘি ব্লকের করনদীঘি ২ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতে রেশন ডিলারশিপ নিয়ে বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারী চন্দন গোস্বামী জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ১৮ আগস্ট রেশন ডিলারশিপের বিজ্ঞপ্তিতে তিনি আবেদন করেন। একইসঙ্গে আবেদন করেন আলিয়ানগরের বাসিন্দা খগেন্দ্রনাথ দাস। ২০২৩ সালের ২৩ মার্চ খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা গোডাউন পরিদর্শন করলেও, কিছুদিন পরেই ডিলারশিপ পেয়ে যান খগেন্দ্রনাথ দাস।

চন্দন গোস্বামীর অভিযোগ, আবেদনের সময় জমি ও গোডাউনের যে নথি জমা দেওয়া হয়েছিল, তা পরবর্তীতে বদল করা হয়। ৪০০ বর্গফুট গোডাউন ও ২০০ বর্গফুট অফিসঘর থাকা বাধ্যতামূলক হলেও, খগেন্দ্রনাথ দাস নথি ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ফারাক রেখে ডিলারশিপ পেয়েছেন। বিষয়টি প্রশাসনিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো সমাধান মেলেনি। আলিহানগরের গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য রাজেন সিংহ বলেছেন, "যার উপযুক্ত নথি আছে, তাকেই রেশন ডিলারশিপ দেওয়া উচিত।"

অন্যদিকে, খগেন্দ্রনাথ দাসের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রেশন ডিলারশিপে এই অভিযোগ সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রশ্ন তুলছে। খাদ্যদপ্তরের স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ায় বিষয়টির দ্রুত তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

সুন্দরবনের বনি ক্যাম্পে শীতের প্রথমে একসঙ্গে তিনটি বাঘের দর্শন

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: শীতের শুরুতেই বাঘের দর্শন সুন্দরবনে। খুশি পর্যটকেরা। হাল্কা শীতের আমেজ গায়ে মেখে বাচ্চাদের নিয়ে সুন্দরবনে ঘুরছে বাঘিনী।

সুন্দরবনের বন দফতরের রায়দীঘি রেঞ্জের বনি ক্যাম্পে সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি হলো রবিবার পর্যটকদের হাতে।কখনও নদীর পাড়ে শুয়ে,কখনও আবার ঝোপে লুকিয়ে,কখনও আবার নদীর জলে মুখ ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে বাঘ।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে এ ভাবে দক্ষিণ রায়ের দেখা পেয়ে খুশিতে আত্মোহারা পর্যটকরা। রায়দিঘি রেঞ্জের বনি ক্যাম্প থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন প্রতি বছর শীতে হয়।আর তারই টানেই প্রতি বছর প্রচুর পর্যটক আসেনএখানে। এর আগেও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিলেছে।কখনও বনি ক্যাম্পের কাছে নদীর ধারে, কখনও আবার ঝোপের আড়ালে দেখা গিয়েছে তাদের।

প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটকেরা জানালেন,

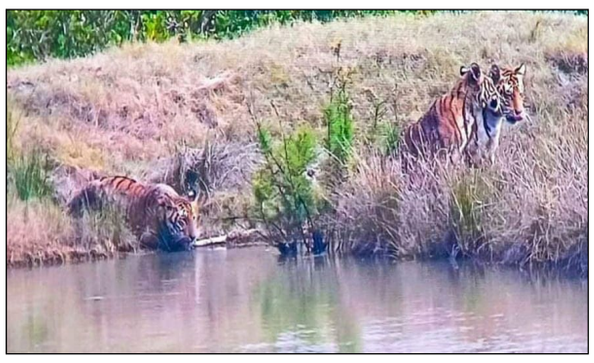

ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে রয়েছে দক্ষিণরায়।আর তাঁর দর্শনে আমরা মনোমুগ্ধ।এই শীতের মরশুম জুড়েই বাঘের দেখা মেলে সুন্দরবনে। এ বারও সেই টানে নভেম্বরের ১ ম সপ্তাহ থেকেই সুন্দরবন মুখী পর্যটকরা। ভারত তথা এশিয়ার বৃহৎ ম্যানগ্রোভ জঙ্গল এই সুন্দরবন। বর্ষা হোক বা শীত,প্রতি বছরই এই জঙ্গলে বাঘকে দেখতে হাজার হাজার পর্যটক আসেন। তবে বর্ষায় সুন্দরবন এক রকম সুন্দর,আর শীতের সৌন্দর্য আলাদা। গত কয়েক বছরে সুন্দরবনকে সাজিয়েছে রাজ্য সরকার। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পরিবেশবান্ধব ,গেস্ট হাউজ় তৈরি করা হয়েছে।প্রায়ই নানা প্যাকেজেরও ব্যবস্থা করে ট্যুর এজেন্সিগুলি।প্রতি বছরই এখানে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে।আর পর্যটকদের আনাগোনা বাড়লে স্থানীয় মানুষদেরও উপার্জন ভালো হয়। তাই তিনমাস তাঁরা অপেক্ষায় থাকে। আর দক্ষিন রায় তাদের সে আশা পূরণ করার কাজ শুরু করেছে।

খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অনুষ্ঠান লালবাগে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুর্শিদাবাদ শহরে প্রতিবছর কয়েক লক্ষ পর্যটক আসে। হোটেল মালিক এবং ফুটপাতের হকারদের খাবারের গুণগতমান নিয়ে এবারে তৎপর হল জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। শনিবার মুর্শিদাবাদ শহরের শতাধিক খাবারের দোকানদার এবং হকারদের নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হল লালবাগ সেমিনার হলে। দোকানদার দের কি কি করনীয় বা কি কি করা উচিত-অনুচিত সেই বিষয়ে আলোচনা করেন জেলার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর সহ অন্যান্যরা। মহকুমা শাসক

ড. বনমালী রায় বলেন, 'শহরের শতাধিক হোটেল মালিক, ফুটপাতের হকার, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, ফাস্ট ফুডের ব্যবসায়ীদের নিয়ে এই সচেতনামূলক অনুষ্ঠান। আমরা চাই খাবারের গুণগতমান ঠিক রেখে ব্যবসা করুক।' পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, নতুন অথবা পুরনো যেকোনো খাবারের দোকান প্রত্যেকেই পৌরসভার খাতায় নাম লিখিয়ে রাখুক।

পৌষ মেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতনের ২০২৪ এ ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা পূর্বপল্লী মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক। এই ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তাই আজ বৈঠক বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে কনফারেন্স রুমে। মেলা পরিচালনা করবে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট কিন্তু এই পৌষ মেলায় পূর্ণ সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার। এই মেলা ছয় দিন ধরে চলবে বলে জানা গেল। বৈঠক শেষে সভাধিপতি কাজল শেখ জানান ঐতিহ্যবাহিত এই পৌষ মেলায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীরা তাকিয়ে থাকেন রুজি

রোজগার জন্য। এই মেলা অনুষ্ঠিত হলে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই চাঙ্গা হবে। আমরা সকলেই সংবদ্ধ ভাবে উন্নয়নের পাশে আছি এ কথা জানালেন কাজল কাজল শেখ। এই পৌষ মেলা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ, অ্যাডিশনাল এসপি রানা মুখার্জি, এসডিপিও রিকি আগরওয়াল, শান্তিনিকেতন থানার ওসি কস্তুরী মুখার্জি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সদস্যরা।

এনসিসি দিবসে রক্তদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও এন সি সি দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ৫০বেঙ্গল ব্যাটিলিয়ান এনসিসি। সহযোগিতায় ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এবং বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এদিন শিবির থেকে মোট ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে বোলপুর ব্লাড সেন্টার। সিও কর্নেল সন্দীপন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য আধিকারিক ও শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসেন। উপস্থিত ছিলেন

বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সহ-সভাপতি নুরুল হক, বীরভূম ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোয়েশনে বোলপুর সাব ডিভিশনের সম্পাদক এ আর এম পারভেজ সহ অন্যান্যরা।

প্রথম নজর

ইসরায়েলের প্রাচীনতম পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল নেতানিয়াহু সরকার

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি প্রাচীনতম সংবাদমাধ্যম হারেৎজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন এবং সরকারি অর্থায়নকারী সংস্থাগুলোকে পত্রিকাটির সঙ্গে যোগাযোগ বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার। স্থানীয় সময় রোববার (২৪ নভেম্বর) দেশটির যোগাযোগমন্ত্রী শ্লোমো কারহির এ সংশ্লিষ্ট একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন নেতানিয়াহু। হারেৎজ পত্রিকাটি মূলত বামপন্থী ঘরানার।
নেতানিয়াহু সরকার বলছে, ইসরায়েল রাষ্ট্রের বৈধতা ও আত্মরক্ষার অধিকারকে আঘাত করেছে এমন অনেক অনুচ্ছেদ প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি।
বিশেষ করে হারেৎজের প্রকাশক আমোস শোকেন সম্প্রতি লন্ডনে ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে একটি মন্তব্য করেন। 'ইসরায়েলি সরকার সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করছে' বলে উল্লেখ করেন তিনি, সেই সঙ্গে সরকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও আহ্বান জানান। এমন প্রেক্ষাপটে হারেৎজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের মতো ঘটনা এবং নিষেধাজ্ঞা এলো। নেতানিয়াহুর যোগাযোগমন্ত্রী শ্লোমো কারহি এক বিবৃতিতে বলেছেন, হারেৎজের বিরুদ্ধে তার প্রস্তাব অন্যান্য মন্ত্রীরাও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছেন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় হারেৎজ বলেছে, এটি হারেৎজকে বয়কট করার একটি সুবিধাবাদী প্রস্তাব। সরকারি বৈঠকে কোনো ধরণের আইনি পর্যালোচনা ছাড়াই এই আইন পাস হয়েছে। এটি ইসরায়েলি গণতন্ত্রকে ভেঙে ফেলার জন্য নেতানিয়াহুর ধারাবাহিক যাত্রায় আরও একটি পদক্ষেপ।
১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হারেৎজ ইসরায়েলের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা সংবাদপত্র। পত্রিকাটি ঊর্ধ্বতন ইসরায়েলি কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র বাহিনীর অপরাধমূলক কার্যকলাপের উপর বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। গাজা যুদ্ধের অবসান এবং হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তির দাবিতেও সোচ্চার সংবাদমাধ্যমটি।
হারেৎজের কলামিস্ট গিডিওন লেভি আল জাজিরাকে বলেছেন, পত্রিকার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞাগুলো রাজনৈতিক ও নৈতিকভাবে উভয়ই খুব খারাপ বার্তা দেয়। অনেকে এটিকে (হারেৎজ) ইসরায়েলের একমাত্র সংবাদপত্র হিসাবে দেখেন। কারণ, বিশেষত (গাজা যুদ্ধে) প্রায় সমস্ত মিডিয়া সরকার এবং সেনাবাহিনীর বিবরণে নিজেকে সপে দিয়েছিল। গাজায় কী ঘটছে তা ইসরায়েলিদের দেখায়নি।

তুরস্কে গুলি করে পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যার পর যুবকের আত্মহত্যা

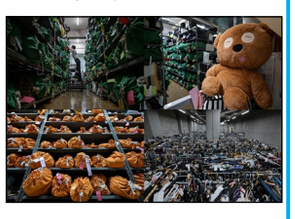

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে অন্তত সাতজনকে হত্যা করেছেন এক বন্দুকধারী। রোববার (২৪ নভেম্বর) ইস্তাম্বুলের কাছের একটি এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি।
দেশটির কর্তৃপক্ষ বলেছে, বন্দুকধারী গুলি চালিয়ে নিজের বাবা-মা, স্ত্রী এবং ১০ বছরের ছেলেকে হত্যা করেছেন। পরে নিজের বন্দুক থেকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।
ইস্তাম্বুলের গভর্নরের কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, গুলি চালানোর পরপরই ওই ব্যক্তিকে তার গাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার বিরুদ্ধে পরিবারের আরো দুই সদস্যকে গুলি চালিয়ে হত্যা চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। তবে তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এর আগে, রোববার সন্ধ্যার দিকে দেশটির কর্তৃপক্ষ গুলির এই ঘটনায় চারজনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে জানায়। যদিও সোমবার সকালের দিকে স্থানীয় কর্মকর্তারা ইস্তাম্বুলের একটি হ্রদের কাছে হত্যাকারীর স্ত্রী, ছেলে ও তার শাশুড়ির মরদেহ পাওয়ার তথ্য জানিয়েছেন। সুইজারল্যান্ড-ভিত্তিক গবেষণা কর্মসূচি স্মল আর্মস সার্ভের (এসএএস) তথ্য অনুযায়ী, তুরস্কের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮ কোটি। এর মাঝে দেশটির সাধারণ জনগণের হাতে এক কোটি ৩২ লাখেরও বেশি আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে; যার বেশিরভাগই অবৈধ।

লন্ডনে 'গণহত্যামুক্ত' পণ্য 'গাজা কোলা'

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের লন্ডনে সম্প্রতি একটি নতুন কোমল পানীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। 'গাজা কোলা' নামের এই পানীয়টি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে 'গণহত্যামুক্ত' ও 'বর্ণবৈষম্যমুক্ত' পণ্য হিসেবে এরই মধ্যে সারা ফেলেছে। এই পানীয়টি তাদের জন্য, যারা ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন দেখিয়ে বৃহৎ কম্পানিগুলোর পণ্য বর্জন করতে চায়।
২০২৩ সালের নভেম্বরে ওসামা কাশু নামের এক ফিলিস্তিনি কর্মী এই গাজা কোলা তৈরি করেন। এটি তার বাণিজ্যিক উদ্যোগ হলেও এর পেছনে রয়েছে ফিলিস্তিনের মানুষের প্রতি সমর্থন এবং ইসরায়েলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অভিযান। সাধারণ কোলা উপাদান থেকেই এই পানীয় তৈরি হয়। তবে এর স্বাদ ও মিশ্রণ আলাদা।
যুক্তরাজ্যের লন্ডনের কেন্দ্রে অবস্থিত হলবর্ন শহরের ফিলিস্তিনি ও লেবানিজ খাবারের রেস্তোরাঁ হিবা এক্সপ্রেস থেকে গাজা কোলার যাত্রা শুরু হয়।
রেস্তোরাঁটি ফিলিস্তিন হাউস নামে একটি বহুতল ভবনের নিচতলায় অবস্থিত। ভবনটি আরব ঐতিহ্যের স্থাপত্যে নির্মিত। এই কোমল পানীয়র প্রতিটি ক্যানের গায়ে ইংরেজির পাশাপাশি আরবি ক্যালিগ্রাফিতে লেখা 'গাজা কোলা'। ওসামা কাশু জানান, গাজা কোলা তৈরির প্রধান কারণ হলো সেসব কম্পানির পণ্য বর্জন করা, যারা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সমর্থনে ভূমিকা রাখে।
গাজা কোলার লাভের পুরো অংশ গাজা শহরের আল-করামা হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ড পুনর্নির্মাণে দান করা হচ্ছে।
পূর্ব লন্ডনের হ্যাকনির ৫৩ বছর বয়সী বাসিন্দা নাইঙ্কে ব্রেট প্যালেস্টাইন হাউসের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম গাজা কোলার স্বাদ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানে ইমরান খানের সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দল পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে গোটা দেশ। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে পিটিআই নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।
সংবাদমাধ্যম ডন নিউজ জানিয়েছে, সোমবার দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বিক্ষোভকারীরা রাজধানী ইসলামাবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগে রোববার পুলিশি বাধায় ইসলামাবাদে ঢুকতে ব্যর্থ হয় বিক্ষোভকারীরা। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, ইমরান খানের 'চূড়ান্ত ডাক' এর আহ্বানে রোববার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলামাবাদে বিক্ষোভ-সমাবেশে যোগ দিতে গাড়িবহর নিয়ে ছুটে আসে সমর্থকরা। খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী ও পিটিআই নেতা আলী আমিন গান্দাপুরের নেতৃত্বে নেতাকর্মীদের গাড়িবহরে যুক্ত হন ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবিও। পিটিআইয়ের এ বিক্ষোভকে বেআইনি ঘোষণা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামাবাদ হাইকোর্ট। এর আগে ইসলামাবাদে দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। নিষিদ্ধ করা হয় সব ধরনের সভা-সমাবেশ। জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। বন্ধ রাখা হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
রোববার শুরু হওয়া এই বিক্ষোভে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছে। এসময় বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছে। এ সময় শত শত সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয়েছে। যেহেতু চূড়ান্ত বিক্ষোভে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে রাজধানীতে থাকার এবং তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইমরান খান। তাই সোমবার ইসলামাবাদের ডি চক এলাকায় সমবেত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীরা। তবে আজও শক্ত প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা। বিশেষ করে আজ তিন দিনের সরকারি সফরে বেলারুশের প্রেসিডেন্টের ইসলামাবাদে পৌঁছার কথা রয়েছে। সে উপলক্ষে রাজধানীকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইসলামাবাদে প্রবেশের সবগুলো রাস্তা। ৭২ বছর বয়সী ইমরান খান দুর্নীতির অভিযোগে তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। তবে তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অবশ্য আইনি সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও পাকিস্তানে জনপ্রিয়।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের নেতারা। সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁরা খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন।

গ্রেফতারি পরোয়ানা যথেষ্ট নয়, নেতানিয়াহুর মৃত্যুদণ্ড চায় ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও ইহুদি রাষ্ট্রটির অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) নেতানিয়াহু, ইসরায়েলের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্ট ও হামাস নেতা মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর এমন মন্তব্য এলো। সোমবার (২৫ নভেম্বর) তেহরানে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের প্যারামিলিটারি ফোর্সকে দেওয়া ভাষণে আলী খামেনি বলেন, গাজা ও লেবাননে ইহুদিবাদী সরকার যে যুদ্ধাপরাধ করেছে, তার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যথেষ্ট নয়। খামেনি বলেন, তারা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে, এটা যথেষ্ট নয়। নেতানিয়াহুর মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এসব অপরাধী নেতাদের অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার আইসিসির বিচারকরা তাদের রায়ে বলেছেন, গাজার বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে হত্যা, নিপীড়ন ও অনাহারসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য নেতানিয়াহু ও গ্যালান্ট দায়ী ছিলেন বলে বিশ্বাস করার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি অঞ্চল গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে। আল আকসায় ইসরায়েলি তাণ্ডবের জবাবে হামাস ইসরায়েলে ঢুকে ১১০০ জনকে হত্যা করে এবং ২০০ জনেরও বেশি লোককে জিম্মি করে। এরপর থেকে ইসরায়েলের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে গাজায় ৪৪ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

ইউক্রেনের হয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়া ব্রিটিশ নাগরিককে আটক করল রুশ বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর হয়ে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা এক ব্রিটিশ ভাড়াটে যোদ্ধাকে আটক করা হয়েছে।
রোববার রুশ সেনাদের উদ্ধৃত করে রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আরআইএ'কে এ তথ্য জানিয়েছে এক নিরাপত্তা-সূত্র।
আরআইএ'র প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে রুশ নিরাপত্তা সূত্র আরো জানিয়েছে, 'জবানবন্দিতে ওই ব্রিটিশ ভাড়াটে যোদ্ধা নিজের নাম জেমস স্কট রিস অ্যান্ডারসন বলে জানিয়েছেন।'
রোববার রাশিয়াপন্থি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা এক ভিডিওতে দেখা গেছে, সামরিক পোশাক পরা এবং পেছনে হাত বাঁধা এক তরুণ হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। দাড়িওয়ালা ওই ব্যক্তি ইংরেজিতে বলেন, তার নাম জেমস স্কট রিস অ্যান্ডারসন। তিনি আগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন।
ভিডিওটি কখন ধারণ করা হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য জানতে চাইলে তাৎক্ষণিক কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।
ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতর এ বিষয়ে বলেছে, ওই নাগরিক গ্রেফতার হওয়ার পর তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তারা।
ইউক্রেনের সেনাবাহিনী গত আগস্টে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী কুরস্ক অঞ্চলে আচমকা হামলা চালায়। অঞ্চলটির একটি অংশ এখনো ইউক্রেনীয় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে। কিয়েভ বলেছে, তারা এরই মধ্যে ওই অঞ্চলে দখল করা ৪০ শতাংশের বেশি এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। রুশ সেনারা সেখানে পাল্টা অভিযান জোরদার করেছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানের আহ্বান

'ইসরায়েলি আগ্রাসন থেকে ফিলিস্তিনি নারীদের রক্ষা করুন'

আপনজন ডেস্ক: ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসন ও গণহত্যা থেকে ফিলিস্তিনি নারীদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসান বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমায়েল বাকায়ি রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স পেইজে দেয়া এক পোস্টে এই আহ্বান জানান। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে ইহুদিবাদী ইসরায়েল ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বর আগ্রাসন ও গণহত্যা চালিয়ে আসছে যার বেশিরভাগ শিকার সেখানকার নারী ও শিশুরা। ইসমাইল বাকায়ি বলেন, 'দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনি নারী ও মেয়েরা নজিরবিহীন এবং ভয়াবহ সহিংসতার শিকার। আন্তর্জাতিক এই দিবস আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। দখলদার ইসরায়েলের বর্বরতা ও ভয়াবহতার শিকার হয়ে ফিলিস্তিনের হাজার হাজার নারী ও মেয়ে এ পর্যন্ত শাহাদাত এবং পঙ্গুত্ববরণ করেছেন।' গত বছরের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ফিলিস্তিনি নারী ও মেয়েরা শাহাদাতবরণের পাশাপাশি মারাত্মকভাবে অনাহার ও বাস্তুচ্যুতির শিকার। জোর করে তাদেরকে প্রায় প্রতিনিয়ত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উদ্বাস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে।

ইসরায়েলে ৩৪০ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ হিজবুল্লাহর

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলে ৩৪০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। এতে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছে এবং তেল আবিবে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে। হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।
এদিকে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলের বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩২ ম.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

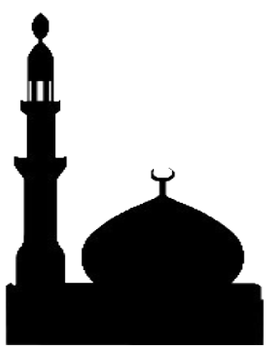

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩২	৫.৫৭
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

সড়ক থেকে ৬৫ ফুট নীচে পড়ল বাস, ২৩ জনের প্রাণহানি

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলে বাস খাদে পড়ে ২৩ জন নিহত হয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার দেশটির অ্যালাগোস রাজ্যের দুর্গম একটি পাহাড়ি সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে। উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর একজনের মৃত্যু হয়। উনিয়াও দোস পালমারেস শহরের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এক বিবৃতিতে অ্যালাগোস রাজ্য সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

'নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় মোজাম্বিকে ১০ শিশুর মৃত্যু'

আপনজন ডেস্ক: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) আজ সোমবার বলেছে, মোজাম্বিকের নিরাপত্তা বাহিনী নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় কমপক্ষে ১০ শিশুকে হত্যা করেছে। এ ছাড়া আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।
স্বাধীনতার পর থেকে ক্ষমতায় থাকা ক্ষমতাসীন ফ্রেলিমো পার্টি গত ৯ অক্টোবরের ভোটে জয়ী হলেও বিরোধীরা তা মেনে নেয়নি, এর পর থেকে আফ্রিকার দেশটিতে অস্থিরতা বিরাজ করছে।
সাম্প্রতিক সময়ে হাজার হাজার মানুষ পুলিশের কঠোর দমন নীতির বিরুদ্ধে দেশটিতে বিক্ষোভ করেছে।
হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) এক বিবৃতিতে বলেছে, '১৩ বছর বয়সী একটি মেয়েশিশু টিয়ার গ্যাস এবং বন্দুকের গুলি থেকে পালাতে লোকজনের ভিড়ে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু একটি গুলি এসে তার ঘাড়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা যায় মেয়েটি।'
অধিকার গোষ্ঠীটি আরো বলেছে, 'তারা বিক্ষোভের সময় বন্দুকের গুলিতে নিহত হওয়া আরো নয় শিশু এবং কমপক্ষে ৩৬ জন শিশু আহত হওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। তবে কর্তৃপক্ষ এইচআরডাব্লিউর দাবির কোনো জবাব দেয়নি।'
এইচআরডাব্লিউ বলেছে, 'পুলিশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে শত শত শিশুকে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের পরিবারকে না জানিয়েই কয়েক দিন ধরে আটকে রাখে।'

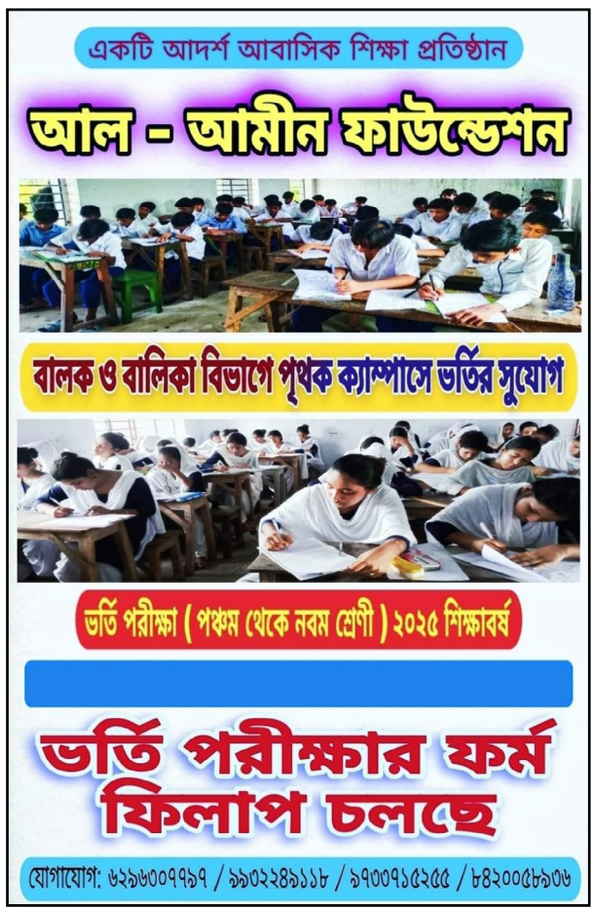

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩১৯ সংখ্যা, ১১ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২৩ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

মিথ্যাবাদী রাখাল

সত্যিকার অর্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস লইয়া বিশ্বের নানা প্রান্তে এই বত্সর চলিয়াছে নানাবিধ তর্কবিতর্ক। কেহ কেহ মনে করেন, এআইয়ের ক্ষমতা যত বাড়িবে সভ্যতা তত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িবে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। আমাদের স্বাস্থ্য, চিকিত্সা, শিক্ষা হইতে শুরু করিয়া সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবিত ইতিবাচক ব্যবহার বাস্তবে সম্ভব। কিছু দিন পূর্বে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রযুক্তিবিষয়ক কলামিস্ট জেওফ্রি এ ফ্লাওয়ার একটি নিবন্ধে জানাইয়াছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এআই ব্যবহার করা হইতেছে কণ্ঠ তৈরিতে, তহবিল সংগ্রহের ইমেইল ও 'ডিপফেক' ইমেজ তৈরি করিতে–যাহা পূর্বে কখনো ছিল না।

এইদিকে বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান শ্যাক্সের একটি প্রতিবেদন বলিতেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে কাজের এক-চতুর্থাংশই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়া প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। তবে ইহা মুদ্রার একটি দিক। অপর দিক হইল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে নতুন নতুন চাকরির সুযোগ ও উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে নিশ্চিতভাবেই। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব একেক সেক্টরে একেক রকমভাবে পড়িবে। শ্যাক্সের প্রতিবেদন বলিতেছে, কয়েক বত্সরের মধ্যে প্রশাসনিক কাজগুলির ৪৬ শতাংশ এবং আইনি পেশার ৪৪ শতাংশ কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সম্পাদন করা সম্ভব। তবে নির্মাণ খাতের মাত্র ছয় শতাংশ এআই দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। ইতিপূর্বে কয়েকজন চিত্রশিল্পী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন, এআই ইমেজ জেনারেটর তাহাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ক্ষতি করিতে পারে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বের ৬০ শতাংশ শ্রমিক এখন এমন পেশায় রহিয়াছে, যাহার কোনো অস্তিত্ব ১৯৪০ সালেও ছিল না। এইদিকে গত মে মাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে শুনানি হয়। সেইখানে রিপাবলিকান সিনেটর মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের জোশ হাউলি বলিয়াছিলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমনভাবে রূপান্তরিত হইবে, যাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকানদের নির্বাচন, চাকরি ও নিরাপত্তার উপর তাহা প্রভাব ফেলিবে। কংগ্রেসের কী করা উচিত, তাহা বুঝিবার জন্য এই শুনানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।'

আমরা যতটুকু বুঝিতেছি, নতুন প্রযুক্তি আসিলে শুরুতেই তাহা লইয়া আতঙ্ক এবং অপব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়। যখন টেলিফোন ও টেলিভিশন আসিল, তাহা অনেকেই বাঁকা চোখে দেখিয়াছেন। পার্সোনাল কম্পিউটার আসিবার পর উহা লইয়া আশঙ্কা তৈরি হইয়াছিল। আশঙ্কা ছিল ইন্টারনেট লইয়াও। কম্পিউটারে ফটোশপ ব্যবহার করিয়া দুই যুগ পূর্বেই অনেক আপত্তিকর ছবি তৈরির অবতারণা হয়। উহা লইয়া প্রথম দিকে 'গেল গেল' রব উঠিলেও অচিরেই মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, উহা ফেক, নকল। এখন যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করিয়া অনেকের আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও তৈরি করা হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে ভারতের এক অভিনেত্রীর এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়, যাহা এআই প্রযুক্তি দিয়া তৈরি। ব্যাপারটা হইল, চিকিত্সকের শল্যচিকিত্সার জন্য তৈরি করা ছুরি যদি ডাকাত চুরি করিয়া কোনো অপরাধ করে, তাহা হইলে সেই অপরাধের কারণে শল্যচিকিত্সার ছুরিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর মতো!

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়াই রোধ করা সম্ভব। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার মতো। সমাজে অসাধু মানসিকতার ব্যক্তি ও গোষ্ঠী থাকিবেই, তাহার জন্য স্ব স্ব জনপদের সরকারকে প্রযুক্তির হালনাগাদের পাশাপাশি নিজেদেরও হালনাগাদ করিতে হইবে। ইহা এখন নিরন্তর প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিগত আক্রমণ ও সমস্যা আসিবেই। উহাকে মোকাবিলার জন্যও সর্বাত্মক প্রস্তুতি রাখিতে হইবে। তাহার সহিত জনগণকে সচেতন করিতে হইবে, তাহারা যাহাতে মিথ্যা বা ফেক খবরে বিভ্রান্ত না হয়। আসলে যাহারা মিথ্যা ছড়ায়, তাহাদের অবস্থা হয় মিথ্যাবাদী রাখালের মতো। প্রথম প্রথম মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়; কিন্তু মানুষ বোকা নহে, তাহারা একসময় সত্য ঠিকই অনুধাবন করিতে পারে।

নেতানিয়াহু এখন ফেরারি আসামি, এর জন্য তিনিই দায়ী

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কারণে ইসরায়েল এখন আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হওয়ার পথে। কারণ, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং দুই সপ্তাহ আগে বরখাস্ত হওয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। আইসিসির সদস্য ১২৪টি দেশ এখন কার্যত এই দুই নেতার জন্য বন্ধ। লিখেছেন **জনাথন ফ্রিডল্যান্ড**।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কারণে ইসরায়েল এখন আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হওয়ার পথে। কারণ, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং দুই সপ্তাহ আগে বরখাস্ত হওয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করার অভিযোগ আনা হয়েছে। আইসিসির সদস্য ১২৪টি দেশ এখন কার্যত এই দুই নেতার জন্য বন্ধ। তাঁরা যদি এই দেশগুলোর কোনো একটিতে যান, তাহলে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি থাকবে। যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যে জানিয়েছে, তারা আইন মেনে চলবে। অর্থাৎ নেতানিয়াহু বা গ্যালান্ট সেখানে গেলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে।

ইসরায়েলের মন্ত্রীরা আইসিসিকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং দ্বৈত মানদণ্ডে কাজ করার অভিযোগ করলেও সমস্যার মূল কারণ নেতানিয়াহু নিজেই। আইসিসি সাধারণত এমন দেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করে না, যাদের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা কার্যকর। এ নীতিকে 'কমপ্লিমেন্টারিটি' বলা হয়।

হামাসের ৭ অক্টোবর ২০২৩-এর হামলা এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলো নিয়ে একটি রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে সহজ সমাধান হতে পারত। ইসরায়েলের ভেতরেই এ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে জোরালো দাবি রয়েছে। কিন্তু নেতানিয়াহু এই তদন্ত শুরু করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, এই তদন্তে তাঁর দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পাবে এবং সবার সামনে পরিষ্কার হবে যে তাঁর দীর্ঘ ১৫ বছরের নেতৃত্বের সময় তিনি ইসরায়েলকে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলার মুখে একা ফেলে দিয়েছিলেন।

তদন্ত না করার মাধ্যমে নেতানিয়াহু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এর অংশ হিসেবে তিনি সামরিক সাফল্যের কৃতিত্ব দাবি করে যাচ্ছেন। এই অবস্থান ইসরায়েলের পূর্বতন নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং নেতানিয়াহুর অনীহার কারণেই আইসিসির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আইসিসির বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, মামলার মূল বিষয় ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপ নয়; বরং গাজার মানবিক সহায়তার অবরোধই এ মামলার মূল বিষয়।

আইসিসি বিশ্বাস করে, নেতানিয়াহু ও গ্যালান্ট ইচ্ছাকৃতভাবে গাজার বেসামরিক জনগণকে তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানি, ওষুধ, জ্বালানি এবং বিদ্যুতের মতো অপরিহার্য জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত করেছেন।

নেতানিয়াহু এবং তাঁর সমর্থকেরা এখন আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে 'অন্যায়' বলে দাবি করছেন। তাঁরা বলছেন, এতে হামাসের বর্বরতার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আইসিসির মামলার মূল কেন্দ্রবিন্দু ইসরায়েলের আত্মরক্ষা নয়, বরং গাজায় সহায়তা সরবরাহ বন্ধ করার বিষয়।

ইসরায়েলকে গাজার মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করা উচিত ছিল। কারণ, এটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ছিল। আইসিসি বলছে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশল হিসেবে একটি জনগোষ্ঠীকে 'না খাইয়ে মারার অবস্থা' তৈরি করা অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, এটি কৌশলগত দিক থেকে ভুল ছিল। যুদ্ধের শুরুতে, এমনকি মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারাও ইসরায়েলের নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদের যুদ্ধ হামাসের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত, গাজার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়।

খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে ইসরায়েল হামাস এবং সাধারণ গাজাবাসীর মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারত। কিন্তু ইসরায়েল তা করেনি। বরং তারা গাজার মানুষের জীবন আরও কঠিন করেছে, যা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করেছে।

আইনি দিক থেকে ইসরায়েলের সাহায্য নিয়ে যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে গাজায় 'সর্বাত্মক অবরোধ' চাপানোর মতো ঝুঁকিপূর্ণ মন্তব্য ইসরায়েলের অবস্থানকে দুর্বল করেছে এবং আইসিসি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি পেয়েছে।

ইসরায়েল এবং তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্র আইসিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, আইসিসি তাদের বিরুদ্ধে অবিচার করেছে। তারা বলবে, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র বা ভেনেজুয়েলার মতো দেশগুলোর ক্ষেত্রে আইসিসি কমপ্লিমেন্টারিটি (যে অনুযায়ী একটি দেশের নিজস্ব বিচারব্যবস্থার প্রতি সম্মান দেখানো হয়) অনুসরণ করে, কিন্তু ইসরায়েলের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তারা আরও বলবে, গাজায় ত্রাণসামগ্রী পাঠানো সহজ ছিল না বা এখনো সহজ নয়। কারণ, হামাস বা অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো সেই ত্রাণসামগ্রী নিজেদের জন্য ছিনতাই করতে পারে।

এ ছাড়া ইসরায়েল অভিযোগ করবে, হামাসের একজন কমান্ডারকে নেতানিয়াহু ও গ্যালান্টের সঙ্গে একই ওয়ারেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হয়নি। কারণ, তারা মনে করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে এক পাল্লায় মাপা যায় না। তারা আইসিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, যথেষ্ট সময় বা বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান ইসরায়েলে আসার পরিকল্পনা বাতিল করেছিলেন এবং সিএনএনে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঘোষণা করেছিলেন। তারা করিম খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলবে, করিম নিজেই একটি অভ্যন্তরীণ তদন্তের সম্মুখীন হচ্ছেন, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে।

নেতানিয়াহুকে হেগের কাঠগড়ায় শিগগিরই দাঁড়াতে হবে–এমন কথা কেউ বিশ্বাস করেন না। বরং এই পদক্ষেপটি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে, যেমনটি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিক অভ্যন্তরীণ অভিযোগের পর হয়েছিল।

ইসরায়েলের সমর্থক দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, হাঙ্গেরি এবং অন্যরা আইসিসির বিরুদ্ধে দ্বৈত মানদণ্ডের অভিযোগ তোলার পক্ষে যুক্তি দেবে এবং আদালতকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করবে। তারা আইসিসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অর্থসহায়তা বন্ধ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার হুমকি দিতে পারে। বাইডেন প্রশাসন ইতিমধ্যে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানাগুলোর নিন্দা করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারেন। তবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো সহজে দূর হবে না। গাজা যুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের চারজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলেছি। এই চারজনই বিশ্বাস করেন, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্ভবত ঘটেছে। তবে তাঁরা বলেছেন, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, অর্থাৎ গণহত্যার অভিযোগ আইনিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

আইসিসির সিদ্ধান্তে তাঁদের এই ধারণা আরও শক্তিশালী হয়েছে। কারণ, তারা কৌঁসুলির করা 'ধ্বংসের অপরাধ' (এক্সটারমিনেশন) অভিযোগটি গ্রহণ করেনি।

নেতানিয়াহুকে হেগের কাঠগড়ায় শিগগিরই দাঁড়াতে হবে–এমন কথা কেউ বিশ্বাস করেন না। বরং এই পদক্ষেপটি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে, যেমনটি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একাধিক অভ্যন্তরীণ অভিযোগের পর হয়েছিল।

নেতানিয়াহু বলবেন, তিনি বাইরের ঘৃণা ছড়ানো শক্তিগুলোর শিকার। তিনি বলবেন, ইসরায়েল যে বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে, ইসরায়েল সেই বিশ্বের ঘৃণার শিকার হচ্ছে। তিনি বলবেন, তিনি একাই তার দেশের প্রকৃত রক্ষক এবং দেশের জন্য তিনি নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

তবে এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বড় প্রভাব থাকবেই। এটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা এবং নিম্নস্তরের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্তের দাবি বাড়াবে। এটি ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা আরও ত্বরান্বিত করবে।

মনে রাখতে হবে, হামাস ৭ অক্টোবরের হামলার মাধ্যমে ইসরায়েলকে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল, ইসরায়েল খেপে গিয়ে এমন পদক্ষেপ নিক, যা তাদের আন্তর্জাতিক বৈধতাকে নষ্ট করে দেবে।

সে দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায়, নেতানিয়াহু ঠিক তাই দিয়েছেন, যা হামাস চেয়েছিল। হামাস ফাঁদটি পেতেছিল। নেতানিয়াহু ঠিক সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন।

জনাথন ফ্রিডল্যান্ড দ্য গার্ডিয়ান-এর কলাম লেখক
সৌজন্যে দ্য গার্ডিয়ান।
ইংরেজি থেকে অনুবাদ

> আইসিসির বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, মামলার মূল বিষয় ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপ নয়; বরং গাজার মানবিক সহায়তার অবরোধই এ মামলার মূল বিষয়। আইসিসি বিশ্বাস করে, নেতানিয়াহু ও গ্যালান্ট ইচ্ছাকৃতভাবে গাজার বেসামরিক জনগণকে তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানি, ওষুধ, জ্বালানি এবং বিদ্যুতের মতো অপরিহার্য জিনিসপত্র থেকে বঞ্চিত করেছেন। নেতানিয়াহু এবং তাঁর সমর্থকেরা এখন আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে 'অন্যায়' বলে দাবি করছেন। তাঁরা বলছেন, এতে হামাসের বর্বরতার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আইসিসির মামলার মূল কেন্দ্রবিন্দু ইসরায়েলের আত্মরক্ষা নয়, বরং গাজায় সহায়তা সরবরাহ বন্ধ করার বিষয়। ইসরায়েলকে গাজার মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ করা উচিত ছিল। কারণ, এটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক ছিল। আইসিসি বলছে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশল হিসেবে একটি জনগোষ্ঠীকে 'না খাইয়ে মারার অবস্থা' তৈরি করা অগ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত, এটি কৌশলগত দিক থেকে ভুল ছিল। যুদ্ধের শুরুতে, এমনকি মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারাও ইসরায়েলের নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদের যুদ্ধ হামাসের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত, গাজার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়।

ধর্মের মূল অভিমুখ থেকে বিচ্যুতির কারণ ও পরিণাম

পাভেল আখতার

ধর্ম' নিয়ে সংশয়বাদী, ধর্মে আস্থাহীন মানুষের সংশয় বা অনাস্থার একটি কারণ যদি হয় আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির প্রভাব, প্রত্যক্ষবাদে অটল ভরসা তাহলে আরেকটি কারণ অবশ্যই তথাকথিত ধার্মিক মানুষদের কার্যত ধর্মের মূল শিক্ষাগুলি থেকে বিচ্ছিন্নতা। আপাতদৃষ্টে ধর্মের অনুসারী হলেও গভীর বিবেচনায় তারা ধর্মবিচ্ছিন্ন। 'ধর্মের অনুসারী' বলতে বোঝানো হচ্ছে ধর্মীয় কিছু অনুষ্ঠান-উপাসনা ইত্যাদি বহিরাঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ। জানা, বোঝা, শেখা ইত্যাদি যেমন একটি 'গ্রন্থ' থেকে হয় তেমনই হয় একটি জলজ্যান্ত 'মানুষ'-কে দেখেও। পৃথিবীতে যত ধর্মীয় মহাপুরুষ এসেছেন তাঁরা কেবল মানুষকে 'বাণী' উপহার দেননি। বরং তাঁরা তাঁদের বাস্তব জীবনকেও করে তুলেছিলেন সেইসব 'বাণী'র মূর্ত প্রতীক। তাঁরা যদি সম্পূর্ণ নীরব বা মৌন থাকতেন, কোনও কথাই কখনও না বলতেন, তাহলেও মানুষ কেবল তাঁদের দেখেই খুব সহজে বুঝে যেত যে, 'ধর্ম' বস্তুটি আসলে কী! তাঁদের হৃদয়ে ছিল যথার্থ অর্থে 'ধর্মবোধ'। একটি এই ধর্মবোধ, অপরটি হচ্ছে ধর্মীয় অনুশীলন। 'ধর্মীয় অনুশীলন' বলতে কথিত ওই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন। 'আচারসর্বস্ব ধর্ম' কথাটা ব্যবহৃত হয় ঠিকই, কিন্তু কোনও ধর্মই 'আচারসর্বস্ব' নয়। কারণ, মানুষকে 'আচারসর্বস্ব' করে তোলা ধর্মের মূল অভিমুখ নয়, তাতে ধর্মের কোনও উপযোগিতাই প্রমাণিত হয় না। ধর্ম কেবল সেটায় মানুষকে অভ্যস্ত হতে বলবে এটা পরোক্ষে যেন তার অসারতাকে নিজে নিজেই চিহ্নিত করা। এটা হওয়া প্রজ্ঞা ও যুক্তিবিরোধী। তাহলে মানুষ কথাটা কেন বলে ? কাম্য ও নির্দেশিত ধর্মবোধ অর্জনমুক্ত মানুষদের কেবল ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানকেই আঁকড়ে চলার ধরন দেখে। ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান হচ্ছে বাইরের একটা প্রাণহীন কাঠামো। তাতে প্রাণ সঞ্চার করে 'ধর্মবোধ'। কিন্তু, সেই বোধ যখন শূন্য থাকে তখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি পালন করার পরেও মানুষের মধ্যে সেই স্বচ্ছ, সুন্দর, দীপ্তিময়, পরিশীলিত, পরিশ্রুত জীবনপ্রণালী দৃশ্যমান হয় না, যা ধর্মের মূল অভিমুখ। আর, তখনই মানুষের জীবনে ধর্মীয়

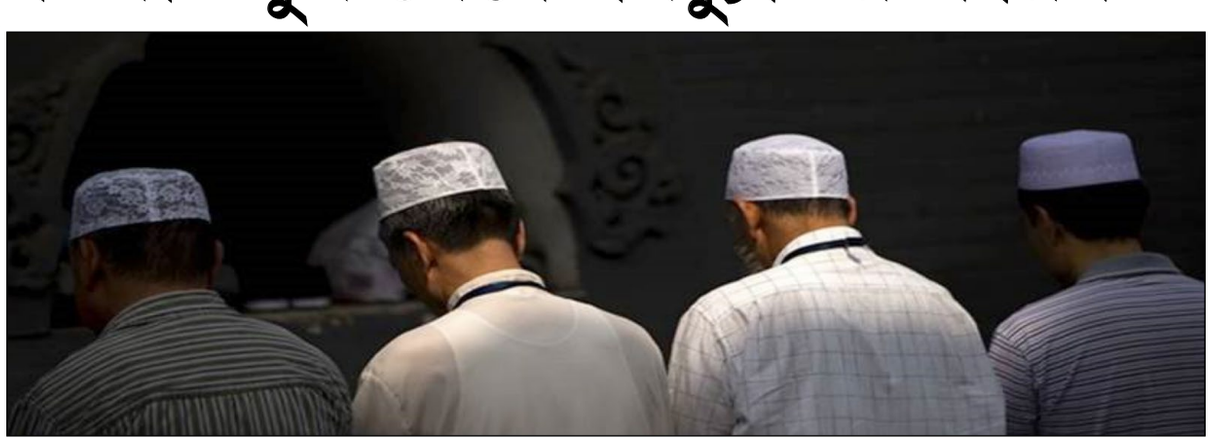

'আচারসর্বস্বতা'র নির্মাণ সার্থক হয়ে ওঠে। ফলে, আগে 'ধর্মবোধ' অর্জন করা খুব জরুরি। আধুনিক যুগের মানুষের একটি বড় ব্যর্থতা সম্ভবত এই যে, তারা ঠিকমতো বুঝতেই পারল না, তাদের জন্য আদতে 'ধর্ম' বস্তুটির প্রয়োজন হল কেন! বাঘ, সিংহ, হাতি ইত্যাদি প্রাণীর জন্য ধর্মের প্রয়োজন হল না কেন! এটা ঠিকমতো বুঝতে পারলেই আর কোনও বিপত্তি হত না! কিন্তু, অবিরাম ও অনিয়ন্ত্রিত 'কথা বলা'র এই যুগে 'ধর্ম নিয়ে' কেবল 'কথা'ই হয়ে থাকে, দিবানিশি অন্তহীন সেইসব 'কথায়' মিশে থাকে ধর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি। কিন্তু, 'কথা'কে 'কাজে' রূপান্তরিত করার ইচ্ছে বা চেষ্টা খুবই কম দেখা যায়, এমনকি 'কথা'র বিপরীত 'কাজ'ও বেশি হয়ে থাকে। ধর্মীয় মহাপুরুষদের সম্পূর্ণ বিপরীত এই জীবনচর্যা। এর ফলে 'ধর্ম' সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে 'বিভ্রান্তি' কিংবা 'অনাস্থা' পল্লবিত হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। 'ধর্ম' যা যা শিক্ষা দেয়, বাহ্যত দৃশ্যমান একজন ধার্মিকের বাস্তব জীবন যদি তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়, তাহলে কেবল সেই ধার্মিক ব্যক্তি সম্পর্কেই নয়, বরং 'ধর্ম' সম্পর্কেও অনেকের মনে বিরূপতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, যিনি 'ধর্ম' থেকে দূরে অবস্থান করছেন তিনি প্রথমে ধার্মিক ব্যক্তিকেই দেখবেন এবং সেই 'দেখা'র প্রাথমিক অভিঘাতই 'ধর্ম' সম্পর্কে তাকে হয় 'আগ্রহী' করবে, নয়তো 'বীতস্পৃহ' করে তুলবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন আরবের অগণিত গোত্রে বিভক্ত ও জ্ঞানহীন কুসংস্কার আসক্ত সমাজে চর্চিত বা অনুসৃত অনিয়ন্ত্রিত ও বিপুল অনাচার এবং অমানবিক আচরণের স্রোতধারা বোঝা ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনকে বোঝা যেমন অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত থাকবে, তেমনই তাঁর শিক্ষাকে অনুধাবনও অসম্ভব। কুরআনের বিভিন্ন সূরার মর্মার্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সূরাগুলি অবতীর্ণ হয়েছিল বিভিন্ন ও বিশেষ পরিস্থিতিতে। অখণ্ডতার সূত্রে গ্রথিত হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবন ও ঐশী গ্রন্থ কুরআনের সমূহ সূরার সারবত্তা উপলব্ধিতে উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণে ব্যর্থতার জন্যেই মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের পরও দেখা যায় যে, ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন উপাদান তাঁর দাবিকৃত অনুসারীদের মধ্যে বিদ্যমান। 'যার কথা থেকে কোনও মানুষ নিরাপদ নয় সে মুমিন (বিশ্বাসী) নয়'। হযরত মুহাম্মদ সা. বলেছেন। এবার যদি তাঁর জীবনের দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে, তাঁর মতো মিতভাষী ও মিষ্টভাষী আর কেউ ছিল না। কখনও তাঁকে একটিও 'খারাপ কথা' বলতে দেখা বা শোনা যায়নি। তিনি সমাজের মানুষের 'হৃদয় জয়' করলেন তাঁর আরও যেসব গুণের জন্য তার মধ্যে এটিও অন্যতম। এখন দেখতে হবে, 'অনুসারীরা' তাঁর এই 'গুণটি' কতটা অর্জন করতে পারলেন! সেখানে খুব একটা আশার আলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে না! এটাই হচ্ছে অনিবার্য পরিণতি, যার কারণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। এমন অনভিপ্রেত ও জটিল আবহেই হয়তো ধর্মের ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে একশ্রেণির মানুষ সংঘাত, যুদ্ধ, রক্তপাতের অধ্যায়গুলি দেখতে গিয়ে মারাত্মক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। সেটা হ'ল, 'ধর্ম' জিনিসটাই 'এই করে'। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে বিভাজন, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হিংসা, রক্তপাত ইত্যাদি। প্রসঙ্গত আধুনিক মননে আরেকটি ধারণাও পল্লবিত হয়ে উঠেছে, যা কথায় কথায় উচ্চারিত হয়। সেটা হচ্ছে, 'প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম'। ব্যক্তিজীবনে ক্যাথলিক গির্জার সর্বময় কর্তৃত্বের আখ্যান থেকেই সম্ভবত ধর্মকে 'প্রতিষ্ঠান' হিসেবে দেখার সূচনা। এই যে 'কর্তৃত্ব' শব্দটা--যাকে আরেকটি শব্দে চিহ্নিত করা যায়। তা হ'ল--'প্রভুত্ব'। এই শব্দটি স্বভাবতই যে গ্লানিময় শব্দটিকে ডেকে আনে সেটা হ'ল--'দাসত্ব'। যখন মানুষ মানুষের 'প্রভু' হয়ে ওঠে এবং শাসকের অবস্থান থেকে মানুষকে 'দাস' হিসেবে দেখা হয় তখন যে আগ্রাসী 'কর্তৃত্বের' স্রোত বইতে থাকে, পৃথিবীর সমস্ত অবতার, ঈশ্বরের দূত, নবী, রাসূল যা-ই বলি-না-কেন, অবতীর্ণ হয়েছেন লাঞ্ছিত মানুষের 'মুক্তিদূত' হয়ে। স্বভাবতই 'সংঘাত' তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, সংঘাতটা কিন্তু সাধারণ জনতার সঙ্গে নয়। সমাজের সেই কথিত 'কর্তৃত্ববাদী' অথবা 'প্রভুত্ববাদী' গোষ্ঠীটির সঙ্গে। দেখা গেছে, যারা 'ধর্মের পক্ষে' তারা লড়াইটা করেছেন সেইসব প্রভুত্ববাদী গোষ্ঠীপতিদের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক মুক্তজীবনের জন্যে। এজন্য আরও দেখা যায় যে, ওই গোষ্ঠীটির পরাভব ঘটলে আর কিন্তু সংঘাতের পটভূমি ঘনিয়ে ওঠেনি। তখন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করেছে। অতএব, একচক্ষু হরিণের মতো সব দায় 'ধর্মের' উপর না-চাপিয়ে খোলা মনে ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হবে। 'দেখার চোখ' ও 'বোঝার মন' ঠিকঠাক গঠিত না হলে খুবই মুশকিল! ধার্মিকের জন্য যেমন, ধর্মে আস্থাহীন মানুষের জন্যেও ঠিক তেমনই। কিন্তু, ধার্মিক সঠিক অবস্থানে না থাকলে সূক্ষ্ম ও গভীরতর বিচার সাপেক্ষে অন্তত 'ধর্মে আস্থাহীন' মানুষকে 'দোষ' দেওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়□না!

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

প্রথম নজর

রেল-বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্নামঞ্চ নলহাটিতে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: একের পর এক রেলের বঞ্চনা নলহাটিতে। তারই প্রতিবাদে সেই রেলের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে টানা তিন দিন ধরে নলহাটি রেল টিকিট কাউন্টারের সামনে মঞ্চ বেঁধে তৃতীয় দিনেও অবস্থান বিক্ষোভ করল নলহাটি নাগরিক মঞ্চ। সোমবার তৃতীয় দিনেও সকাল ন'টা থেকে শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। এই অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন নলহাটি নাগরিক মঞ্চের সদস্য সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমে এদিনও গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় পথ চলতি মানুষজনের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত নলহাটি রেল স্টেশন। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আগেও কয়েকবার সরব হয়েছে নলহাটি নাগরিক মঞ্চ। একাধিকবার ডাক দেওয়া হয়েছিল আন্দোলনের। প্রত্যেকবার প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে স্থগিত হয়েছে সে আন্দোলন। বারবার আশ্বাস মেলা সত্বেও রেলের পক্ষ থেকে নলহাটি নাগরিক মঞ্চের দাবিগুলো পূরণ না হওয়ায় ফের তিন দিন ধরে আন্দোলন শুরু করেছে নলহাটি নাগরিক মঞ্চ। এই ধর্না মঞ্চের মধ্যদিয়েই আগামী ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ নলহাটিতে রেল অবরোধ করবে বলে নলহাটি নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কেশবপুরে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের লাহুতারা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের কেশবপুর গ্রামে রবিবার গাইডেন্স মডার্ন একাডেমির শুভ উদ্বোধন হয়। শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এবং গ্রামাঞ্চলের শিশুদের জন্য উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই একাডেমিতে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনার পাশাপাশি দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইসরা প্লাস ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।
ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় জোর দিতে বিশেষ স্পোকেন ইংলিশ কোর্স চালু করা হয়েছে এবং চতুর্থ শ্রেণি থেকে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করা হবে।
শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে স্কুলে নিজস্ব যাতায়াতের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থাও রয়েছে।
একাডেমির ডিরেক্টর মোহাম্মদ জাহিরুল হক বলেন, "আমাদের

লক্ষ্য হলো আশপাশের গ্রামাঞ্চলের শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। আজ থেকে আমরা এই শিক্ষার মশাল জ্বালালাম।"
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা কলেজের অধ্যাপক দীলিপ হাজরা, অধ্যাপক বিভাশ দারজী, বিশিষ্ট শিক্ষক আবদুর সাকুর, দেবাশীষ সিংহ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বাদেস আলী, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এই একাডেমির প্রতিষ্ঠা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের এই প্রচেষ্টা গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

মেধা অন্বেষণ পুরস্কার বিতরণী টাকি মঞ্চে

এহসানুল হক ● টাকি

আপনজন: অল বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল অর্গানাইজেশন-এর পক্ষ থেকে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। তার ফল প্রকাশিত হলো এবং পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী কর্মসূচির আয়োজন করা হয় টাকি সাংস্কৃতিক মঞ্চে। ২০২৪ মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় প্রায় কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে ২৮১ জনের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বেছে নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মালতীপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ আলম, হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমীর সুপারিনটেনডেন্ট মুফাস্সির হোসেন,শিক্ষক আব্দুর রহমান,মেহেবুব আলম, আবুল ফারহাদ, আমিরুজ্জামান সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক আবুল কালাম বলেন, "শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশে উৎসাহিত করতে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য ট্যালেন্ট সার্চ কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই। আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবন উজ্জ্বল হোক এই কামনা করি।" মালিতপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ আলম বলেন, আমরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েও এইরকম অনুষ্ঠান করতে পারি না, কেননা আমাদের হাত-পা বাঁধা। দূর-দূরান্ত থেকে বহু বাচ্চারা এখানে উপস্থিত হয়েছে। তাদের এখন যদি প্রতিযোগিতার কোন ব্যবস্থা না হয় তারা আগাতে পারবে না। তাই এই সংগঠনের প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই। তারা অনেক দূর যেন যেতে পারে।অর্গানাইজেশনের সম্পাদক মোখতার মোল্লা বলেন,- "ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধার বিকাশে সহায়তা করতে ও প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তুলতে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার আয়োজন করি।

গাছ বাঁচাতে পৌরসভায় অভিনব প্রতিবাদ পরিবেশকর্মীদের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: গাছ কাটতে বাঁধা পৌরসভাকে, গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে অভিনব কৌশল পরিবেশকর্মীদের।
শতাব্দী প্রাচীন গাছ কাটতে বাধা পৌরসভার কর্মীদের। গাছ জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি পরিবেশকর্মী ও স্থানীয় দের । ঘটনা নদীয়ার রানাঘাট শহরের স্টেশন সংলগ্ন টকিজ সিনেমা হলের সামনে। পৌরসভার তরফে জানানো হয় যে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই গাছটি কাটার অনুমতি পাওয়া গেছে বনদপ্তরের কাছ থেকে। এবং এই টেন্ডারের মাধ্যমে একটি সংস্থা সেই টেন্ডারও পেয়েছে তাই আজ সেই গাছ কাটতে এসেছিলেন পৌরসভার তরফে। কিন্তু পরিবেশ কর্মী এবং এলাকাবাসীসহ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই গাছটি এখানে রয়েছে এবং গাছটির দ্বারা কারোর কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই গাছের মাধ্যমে অক্সিজেন পাওয়া যায় এবং পশুপাখিরা এসে এই গাছে বসবাস করে। তবে পৌরসভার কাছে কোন

লিখিত অভিযোগ ছাড়া কিভাবে এই গাছ কাটতে তারা এলেন তা তাদের জানা নেই। তাই আজ গাছ কাটতে এসে তারা গাছ কাটা আটকে দেন। রীতিমতো গাছ জড়িয়ে ধরে গাছকে বাঁচাতে অনুরোধ জানানো হয় পৌরসভার আধিকারিকদের। অন্যদিকে পৌরসভার তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত অভিযোগ লিখিত আকারে হয় না, কিছু কিছু মৌখিকভাবেও আসে। বেশ কিছুদিন ধরে মৌখিকভাবে সেই অভিযোগ এসেছে। গাছটি বিপদজনক এমন অভিযোগ আসার পরই সমস্ত সরকারি নিয়ম-কানুন মেনে গাছটি কাটতে আসা হয়েছিল। তবে পরিবেশ কর্মী এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীরা এই গাছ কাটতে দিতে চান না। তবে পৌরসভার তরফে সেই সমস্ত এলাকাবাসী ব্যবসায়ীদের জানানো হয়েছে যদি তারা গাছ কাটতে দিতে না চান তাহলে লিখিত আকারে একটি মার্চপিটিশন রানাঘাট পৌরসভা কে দিলে তারা এই গাছ আর কাটবেন না। তবে এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় রানাঘাট স্টেশন সংলগ্ন টকিজ সিনেমা হলের সামনে।

বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে নতুন গতির অনুষ্ঠান আলিয়ার সেমিনার কক্ষে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: প্রতিবছরের মতো এ বছরেও সাপ্তাহিক নতুন গতি পত্রিকার উদ্যোগে বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রবিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সভায় মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। সভার সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক চিন্তাবিদ ইসহাক মাদানী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক শেখ হাসান ইমাম। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, ড. কুমারেশ চক্রবর্তী, নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবর, আব্দুর রউফ, ড. কুতুব উদ্দিন বিশ্বাস, আব্দুর রশিদ, সাংবাদিক মোল্লা শফিকুল ইসলাম, লেখক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখ আহসান আলী, আলহাজ্ব নওশাদ,এবং কবি সামজিদা খাতুন। পত্রিকার সম্পাদক ইমদাদুল হক নূর ও সহ-সম্পাদক মনিরা খাতুনসহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে

মাওলানা আকরাম খাঁ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় মুহাম্মদ জাকারিয়াকে, তার রচিত ইতিহাস কথা বলে গ্রন্থের জন্য। অতিথিবৃন্দ নবীজীর জীবন ও আদর্শকে কেন্দ্র করে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন। তারা তরুণ প্রজন্মকে নবীজীর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান। আলোচনায় উঠে আসে নতুন গতি পত্রিকার অবদান। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি সারা বছর ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক বই প্রকাশনার মাধ্যমে সমাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে রমজান সংখ্যা, ঈদ সংখ্যা, মাসান্তিক সংখ্যা এবং বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ও ধর্মীয় বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নতুন গতি পত্রিকার সম্পাদক ইমদাদুল হক নূর বলেন, "আমি সাধ্যমতো সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে একত্রিত করে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করি। মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতাই আমার কাজের প্রেরণা। এই দীর্ঘ যাত্রায় যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।" তিনি আরও উল্লেখ করেন পতাকার শিল্প গোষ্ঠীর কর্ণধার আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেনের অসামান্য অবদানের কথা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুজতবা আল মামুন। বিশ্ব নবী দিবসের এই আয়োজন শুধু নবীজীর জীবন ও শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, বরং একটি সৃষ্টিশীল সমাজ নির্মাণের পথেও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। নতুন গতি পত্রিকার এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় ও উদাহরণস্বরূপ।

অসহায় মহিলা টোটো চালকের বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছেন বিধায়ক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভাতার গ্রামের সুস্মিতা রোম, যিনি টোটো চালিয়ে সংসার চালান, তাঁর জীবন সংগ্রামের কথা সম্প্রচারিত হওয়ার পর ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মান গোবিন্দ অধিকারী তার পাশে দাঁড়ালেন। সুস্মিতা, যাঁর স্বামী দেড় বছর আগে মারা গিয়েছেন এবং সম্প্রতি বাবার মৃত্যুতেও ভেঙে পড়েছিলেন, আজ আরও একটি আশার আলো দেখলেন। সোমবার দুপুরে বিধায়কের উদ্যোগে সুস্মিতার বাড়িতে চার হাজার ইট পৌঁছে যায়। বিধায়ক আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর বাড়ি সম্পূর্ণ পাকা করে দেওয়ার জন্য সমস্ত খরচ তিনি বহন করবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসা সুস্মিতার পরিবারে এখন আছেন তাঁর মা, একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং তিনি নিজে। বাবার টোটো চালানোর কাজ ধরে রেখে সংসার চালানোর চেষ্টা করছেন তিনি। তবে বাবার মৃত্যুর কারণে সঞ্চিত ঋণ এবং আর্থিক টানাপোড়েন তাঁর জীবন আরও কঠিন করে তুলেছে। সরকারি আবাস যোজনার তালিকায় তাঁর নাম না থাকা সত্ত্বেও বিধায়ক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুস্মিতার মা জানান, নতুন পাকা ছাদের বাড়ির প্রতিশ্রুতি তাঁদের পরিবারের জন্য এক বিশাল স্বস্তি এনে দিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ও পরিবারে খুশির আমেজ তৈরি হয়েছে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিধায়কের এই পদক্ষেপ প্রশংসিত হচ্ছে।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বর থেকে উধাও টোটো

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: হাসপাতাল থেকে উধাও হল টোটো গাড়ি। সোমবার সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ির মধুখালি গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক নস্কর। টোটো গাড়িতে চেপে সোমবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এক আত্মীয়কে এনেছিলেন চক্ষু অপারেশন করানোর জন্য। হাসপাতাল চত্বরে টোটো গাড়ি রেখে টিকিট করার জন্য ভিতরে গিয়েছিলেন। অভিযোগ কয়েক মিনিট পর হাসপাতালের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় টোটো গাড়ি নেই। উধাও হয়ে গিয়েছে। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে টোটো না পেয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কার্তিক।

শিশুর তৎপরতায় ডাকাত দলের হাত থেকে বাঁচল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কুলতলি

আপনজন: এক শিশুর তৎপরতায় ডাকাত দলের হাত থেকে রেহাই পেল পরিবারের সদস্যরা কুলতলিতে। রবিবার ভর সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যদের বেঁধে রেখে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে কুলতলিতে। পরিবারের এক শিশুর তৎপরতায় রক্ষা পেলেন পরিবারের সদস্যরা। কুলতুলির গরানকাটি এলাকার বাসিন্দা লখাই ঘাটার বাড়িতে এদিন ডাকাতি হয়। রবিবার অফিস না থাকায় বাড়িতেই ছিলেন তিনি। হঠাৎ করেই তাঁকে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাড়িতে প্রবেশ করে ৫-৬ জন দুষ্কৃতী। প্রত্যেকের হাতেই ধারাল অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ। বাড়িতে ঢুকেই প্রথমেই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাঁরা। এরপরেই দুষ্কৃতীরা ওই পরিবারের সমস্ত সদস্যদের হাত-পা বেঁধে নগদ টাকা এবং সোনায় গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। নগদ ৫ হাজার টাকা ছাড়াও সোনার চেন,আংটি সহ কানের দুল নিয়ে পালায় তাঁরা। পরিবারের সদস্যদের হাত, পা, মুখ বেঁধে রেখে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পরিবারের একটি শিশুর হাত খোলা ছিল। সেই প্রথমে তার মায়ের হাত খুলে দেয়। এরপর মহিলা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হাতের বাঁধন খোলে। এরপর তারা পুলিশে ফোন করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কুলতলি থানার পুলিশ। বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস বলেন, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা এর নেপথ্যে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তবে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ধর্মতলায় জমিয়তের সভা সফল করতে তৎপরতা বাদুড়িয়ায়

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামার ডাকে আগামী ২৮ শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২ টায় কলকাতা ধর্মতলায় একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। ওই সমাবেশ সফল করতে তৎপরতার সঙ্গে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ওয়ার্কিং কমিটি। জেলায় ইতিমধ্যেই কুড়ি টিরও বেশি পথসভা এবং ১৬ টি কর্মী বৈঠক করা হয়েছে বলে জানান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জমিয়তে উলামা'র সম্পাদক ও বিশিষ্ট শিক্ষক কাজী আরিফ রেজা। তিনি জানান,মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ, খানকাহ সহ সমস্ত মুসলিম প্রতিষ্ঠান বাঁচাতে প্রস্তাবিত 'ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪' প্রত্যাহারের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর ডাকে সংখ্যালঘুদের কলকাতার সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার আটঘরা মাদ্রাসা হুসাইনিয়া ক্বাসেমুল উলুম-এ দোয়ার মজলিসেও প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে আলোচনা করা হয়।
এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মাওলানা মনজুর আলম ক্বাসেমী, রাজ্য জামিয়তে উলামা'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম কাসেমী, জেলা সম্পাদক কাজী আরিফ রেজা, মাদ্রাসা হুসাইনিয়া ক্বাসেমুল উলুম-এর মুহতামিম মাওলানা বজলুর রহমান রশিদী প্রমুখ। ওই সভা থেকে ইসলাম ধর্মালম্বী সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে এবং প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

নবাবি স্কুলে পরীক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন। মুন্নি বেগম ১৮২৫ সালে নিজের অর্থ ব্যয়ে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন, এখন তা ২০০ বছরে পা দিয়েছে। ২০০ বছর উপলক্ষে এবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে বিদ্যালয়ে। শনিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল। নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন এক্স স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিদ্যালয়ে একটি নতুন বিভাগের সূচনা করা হয়। প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক ইন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন, 'যে বিভাগের সূচনা করা হল সেখানে প্রতি রবিবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন

সিভিল সার্ভিস, রেলের মত সরকারি চাকরির পরিক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ প্রাক্তনী এবং শিক্ষকগণ সেই প্রশিক্ষণ দেবেন।' পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান। উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক ড. বনমালী রায়, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদ আলম, প্রাক্তন পৌরপিতা সুরজিৎ বসাক প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার ঘটনায় ধৃত তিন ছাত্র

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: শনিবার টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় দুজন ছাত্রী। এরপর রবিবার বিকেলে দুই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয় কাকদ্বীপ বিধানসভার কাশিনগর ও মাধবনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে। দুই ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয় রহস্য। সেই মৃত্যু রহস্যের রহস্য ভেদ করল সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ। এই ঘটনায় তিনজন স্কুল ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ। অভিযুক্তরা মৃত দুই ছাত্রীর পূর্ব পরিচিত বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্তদের নাম দীপঙ্কর দাস , সুমন দাস ও শরৎ মন্ডল। ধৃতদেরকে সোমবার

আকড়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহেশতলা

আপনজন: মহেশতলা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আবু তালেব মোল্লার উদ্যোগে সোমবার আকড়া নাতপাড়ার তাজ ভিলায় অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব। উপস্থিত ছিলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা অধ্যাপক মুকুল মন্ডল, প্রাক্তন কাউন্সিলর রাজিয়া বেগম, শিক্ষক মতিয়ার রহমান, আকড়া হাই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির সম্পাদক শফিক আহমেদ মোল্লা ও সভাপতি সাবির আলী মোল্লা ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংবর্ধিত খুদে টেনিস তারকা

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: কিছুদিন আগে সাউথ ইন্টার ডিস্টিক টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২০২৪ সন্ধ্যা মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত হয়। বারুইপুরের রাসমনি বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। কমরেড লাহেক আলী ও অমিত মারিক সংবর্ধনা দিতে পৌঁছে যান তার বাসভবনে। তারা বলেন, বারুইপুরের সন্তান তুষিতাকে কখনো হারাতে দেওয়া যাবে না। একদিন বারুইপুরের মুখ ঠিকই উজ্জ্বল করবে।

রাসমেলায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বৃহস্পতিবার হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের মামুদপুর রাসমেলা প্রাঙ্গণে মামুদপুর তরুণ সংঘের পরিচালনায় ৭৮ তম রাসযাত্রা উৎসবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনা ব্যায়ে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার স্বরূপ সাধু ,সংবাদিক ও কবি শেখ সিরাজ, জোন চেয়ার পার্সন লায়ন সোমনাথ চক্রবর্তী, ধনিয়াখালি লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি শুভাশিস মুখার্জী,সহ সভাপতি দীপক শিকলী, লায়ন নব কুমার কোলে, কোষাধ্যক্ষ কাজল কুমার কোলে প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামহরি চক্রবর্তী, শরণ্য চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু লোহার, হারাধন দত্ত প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে ৬০ জন রক্তদান করেন।

চোটে পড়ে এক মাসের জন্য ছিটকে গেলেন ভিনিসিয়ুস

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদের জন্য বড় দুঃসংবাদই বটে! স্প্যানিশ ক্লাবটি আজ জানিয়েছে, তাদের তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন। রিয়ালের মেডিকেল দল আজ পরীক্ষার পর জানিয়েছে, ভিনিসিয়ুস বাঁ ঊরুর পেশিতে চোট পেয়েছেন।
চ্যাম্পিয়নস লিগে আগামী বুধবার রাতে অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে ভিনিসিয়ুসের খেলার সম্ভাবনা দেখছে না রিয়াল।
লা লিগা ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের বিবৃতিতে বলা হয়, 'রিয়ালের মেডিকেল সার্ভিসের পরীক্ষায় আজ আমাদের খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুসের বাঁ পায়ে হ্যামস্ট্রিং চোট ধরা পড়েছে।' স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ভিনিসিয়ুসকে। শঙ্কাটা সত্য হলে, চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুল ম্যাচের পর আগামী ১০ ডিসেম্বর আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচেও ব্রাজিলিয়ান তারকাকে পাবে না রিয়াল। লা লিগায় রোববার রাতে লেগানেসের বিপক্ষে রিয়ালের ৩-০ গোলের জয়ে পুরো সময় মাঠে ছিলেন ভিনিসিয়ুস। কিলিয়ান এমবাপ্পের করা প্রথম গোলের উৎসও ছিলেন তিনি। মাঠে তাঁর খেলার কোনো অস্বস্তি চোখে না পড়লেও স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, ড্রেসিংরুমে ফিরে অস্বস্তির কথা জানান ভিনি।
এরপর স্থানীয় সময় আজ সকালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করে রিয়ালের মেডিকেল দল।
ভিনির জন্য এই চোট নতুন না। গত মৌসুমেও দুবার একই চোটে পড়েছিলেন। এক মাস মাঠের বাইরে থাকলে লা লিগায়ও তিনটি ম্যাচ মিস করতে পারেন ভিনিসিয়ুস। ১ ডিসেম্বর হেতাফের মুখোমুখি হবে রিয়াল। এরপর ৫ ডিসেম্বর অ্যাথলেটিক বিলবাও, ৮ ডিসেম্বর জিরোনা ও ১৫ ডিসেম্বর রায়ো ভায়োকানোর মাঠে খেলতে যাবে রিয়াল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চোটের খবর জানিয়ে ভিনিয়ুস পোস্টও করেছেন, 'পাগলাটে সূচি...সুস্থ হতে।'
গত মৌসুমের মতো এবারও রিয়ালের হয়ে দারুণ খেলছেন ভিনিসিয়ুস। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের জার্সিতে ১৮ ম্যাচে করেছেন ১২ গোল। এ মৌসুমে মাদ্রিদের ক্লাবটির হয়ে এখন পর্যন্ত ভিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা।

কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচগুলি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছে আইএফএ

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইতে এখনও ইস্টবেঙ্গল, ডায়মন্ডহারবার এফসি, ভবানীপুর এবং মহামেডানের খেলা বাকি আছে। সেই বাকি ম্যাচগুলি এবার আয়োজন করতে চাইছে আইএফএ। তাই কলকাতা লিগের ভবিষ্যৎ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা জানা যাবে মঙ্গলবার। এই বিষয়টি নিয়েই মঙ্গলবার, আইএফএ এই চার ক্লাবকে নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে। চারটি ক্লাবের সঙ্গে কথা বলার পর, বাকি ম্যাচের সূচি তৈরি করার কথা রয়েছে। এমনিতে, এখনও লিগ জয়ের লড়াইতে সমানভাবে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল এবং ডায়মন্ডহারবার এফসি।
তাছাড়া সন্তোষ ট্রফির প্রাথমিক রাউন্ডের খেলা থাকার জন্য গত কয়েক সপ্তাহে ঘরোয়া লিগের কোনও খেলা দেয়নি রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। তাই সন্তোষের প্রাথমিক পর্বের খেলা হয়ে যাওয়াতে এবার লিগ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে আইএফএ-র। তাই এই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে।
তবে দীর্ঘদিন পর ফের আবার লিগ শুরু করতে গিয়ে বেগ পেতে হতে পারে আইএফএ-কে। কারণ, ইতিমধ্যেই কোচ কিবু ভিকুনা ডায়মন্ডহারাবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। তিনি ফিরবেন আবার আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে।
শুধু তাই নয়, সেই দলের একাধিক ফুটবলার আবার রয়েছেন সন্তোষ ট্রফির বিভিন্ন রাজ্য দলে। এরপর লিগের ম্যাচ খেলার আগে কমপক্ষে এক সপ্তাহ অনুশীলনের জন্য সময়ও চাইবে তারা। কারণ, তার আগে খেলা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।
ফলে, এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কলকাতা লিগ নিয়ে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। এইজন্যই বিস্তারিত একটা আলোচনার দরকার। তাই মঙ্গলবারের বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্যানিং -এ এমএলএ কাপের সূচনায় সুজিত, পার্থ ও সায়নীরা।
ছবি ও তথ্য:- রফিকুল হাসান

পার্থে ২৯৫ রানে টেস্ট জয়, ইতিহাস ভারতের

আপনজন ডেস্ক: হর্ষিত রানার স্লোয়ার ডেলিভারিটি খুব আহামরি কিছু ছিল না। কিন্তু আগেভাগে ব্যাট সামনে এনে এই বলেই বোল্ড হলেন অ্যালেক্স ক্যারি। দেখে মনে হতে পারে, উইকেটটা হর্ষিতের জন্যই বরাদ্দ ছিল। তার আগে উইকেটশিকারির তালিকায় ভারতের সব বোলারই নাম লিখিয়ে ফেলেছিলেন। পার্থে ভারতের 'সবার সব পাওয়ার' এই ম্যাচে হর্ষিতও বা খালি হাতে থাকবেন কেন!
ক্যারির বিপক্ষে হর্ষিতের ওই স্লোয়ার ডেলিভারিই ভারতকে এনে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আরেকটি স্মরণীয় মুহূর্ত। ৫৩৩ রান তাড়া করতে নামা অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস থেমেছে ২২৭ রানে, ভারত জিতেছে ২৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে। শুধু রান বিবেচনায় এটিই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। আর ঘরের মাঠ পার্থে প্যাট কামিন্সরা টেস্ট হারলেন এবারই প্রথম।
বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরুর পার্থ টেস্টে ভারতই যে জয়ের পথে, সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গতকাল তৃতীয় দিনের শেষ বিকেলেই। অস্ট্রেলিয়াকে ৫৩৪ রানের রেকর্ড লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে সে দিনই ১২ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন যশপ্রীত বুমরা-মোহাম্মদ সিরাজ। আজ চতুর্থ দিনের কাজ ছিল যতটা দ্রুত সম্ভব বাকি ৭ উইকেট তুলে নেওয়া।
অস্ট্রেলিয়া অবশ্য একেবারে অসহায় আত্মসমর্পণও করেনি। দিনের দ্বিতীয় ওভারে উসমান খাজাকে হারালেও ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ আর ক্যারির সৌজন্যে ৫৫ ওভার ব্যাট করেছে স্বাগতিকেরা। তবে হেড-স্টিভেন স্মিথের ৬২, হেড-মার্শের ৮২ আর ক্যারি-মিচেল স্টার্কের ৪৫ রানের জুটি তিনটি ব্যবধান কমাতেই যা সাহায্য করেছে। মার্শের ২ ছক্কা ও ৩ চার আর হেডের ৮ চার গ্যালারিতে জড়ো হওয়া দর্শকদের দিয়েছে খানিকটা বিনোদন। এর বাইরে দিনজুড়ে খেলা গড়িয়েছে ভারতের জয়ের মুহূর্তের অপেক্ষাতেই।
ভারতের বোলারদের মধ্যে চতুর্থ দিনে মূল কাজটা করে দিয়েছেন সিরাজ। প্রথমে খাজা এরপর স্মিথকে ফিরিয়ে ৭৯ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের অর্ধেকের বিদায় নিশ্চিত করেন। বাকিটা সারেন ওয়াশিংটন সুন্দর, হর্ষিতরা মিলে। দ্বিতীয় ইনিংসে হর্ষিতের একমাত্র উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার অলআউট মিলে যাওয়ার একটা প্রতীকী প্রাপ্তিও আছে ভারতের। হর্ষিত ও নীতিশ রেড্ডির অভিষেক, দেবদূত পাড়িক্কাল, ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সোয়ালদের অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট, নিয়মিত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতি আর বিরাট কোহলির রানখরা–সব মিলিয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে পার্থে নেমেছিল ভারত। এর সঙ্গে ছিল সদ্যই ঘরের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার অস্বস্তিকর স্মৃতি। সবকিছুই উড়ে গেল পার্থ টেস্টের চতুর্থ দিনের বিকেলে, ভারতের ২৯৫ রানের জয়ে।
২০১৮ সালে উদ্বোধন হওয়ার পর এই প্রথম পার্থ স্টেডিয়ামে হারল অস্ট্রেলিয়া, জিতেছিল আগের চারটিতেই।
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের যত জয়, এর মধ্যে ১৯৭৮ সালে সিডনিতে ইনিংস ও ২ রানের জয়ও আছে। তবে শুধু রানের দিক থেকে পার্থের ২৯৫ রানই সবচেয়ে বড়। আগের সর্বোচ্চ ১৯৭৭ সালের মেলবোর্ন টেস্টে ২২২ রানে।
ভারতের প্রাপ্তির আরেক দিক পার্থ-জয়। ২০১৮ সালে উদ্বোধন হওয়ার পর এই প্রথম পার্থ স্টেডিয়ামে হারল অস্ট্রেলিয়া, জিতেছিল আগের চারটিতেই। কিন্তু বুমরার নেতৃত্বাধীন ভারত ভেঙে দিল পার্থের প্রাচীর। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটসহ ম্যাচে ৭২ রানে ৮ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও সেই বুমরাই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ভারত: ১৫০ ও ৪৮৭/৬ (জয়সোয়াল ১৬১, কোহলি ১০০*, রাহুল ৭৭, নীতিশ ৩৮*, ওয়াশিংটন ২৯, পাড়িক্কাল ২৫, পন্ত ১, জুরেল ১; লায়ন ২/৯৬, হ্যাজলউড ১/২৮, মার্শ ১/৬৫, কামিন্স ১/৮৬, স্টার্ক ১/১১১)।
অস্ট্রেলিয়া: ১০৪ ও ২২২ (হেড ৮৯, মার্শ ৪৭, ক্যারি ৩৬, স্মিথ ১৭; বুমরা ৩/৪২, সিরাজ ৩/৫১, সুন্দর ২/৪৮)।
ফল: ভারত ২৯৫ রানে জয়ী।

৭ রানে অলআউট, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন রানের বিশ্ব রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: পাড়ার ক্রিকেট তো নয়ই, কোনো দেশের ঘরোয়া প্রতিযোগিতায়ও নয়, রীতিমতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচেই একটি দল মাত্র ৭ রানে অলআউট হয়ে গেছে। তা-ও এমন ম্যাচে, যেটিতে প্রতিপক্ষ দল ২০ ওভার ব্যাট করে তুলেছে ২৭১ রান।
অবিশ্বাস্য এ ঘটনা ঘটেছে নাইজেরিয়া-আইভরিকোস্ট ম্যাচে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে মাত্র ৭ রানে অলআউট হয়েছে আইভরিকোস্ট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি সর্বনিম্ন স্কোর। ভেঙে গেছে দুই মাস আগে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে মঙ্গোলিয়ার ১০ রানে অলআউট হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড।
নাইজেরিয়ার লাগোসে তাফাওয়া বেলেওয়া স্কয়ার ক্রিকেট ওভালের ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ২৭১ রান তোলে নাইজেরিয়া। ওপেনার সেলিম সালাউ খেলেন ৫৩ বলে ১১২ রানের ইনিংস। ২ ছক্কা ও ১৩ চার মারা সেলিম মাঠ ছেড়েছেন 'আহত অবসর' হয়ে। আরেক ওপেনার সুলাইমন রানসিউয়ি করেন ২৯ বলে ৫০ রান।
আর পাঁচে নামা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান আইজাক ওকপে ৬

ছক্কা ৩ চারে ২৩ বলে ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।
স্কোরকার্ডই বলে দিচ্ছে, আইভরিকোস্টের বোলারদের ওপর কী ঝড়টাই না বয়ে গেছে!
কিন্তু নাইজেরিয়ার ব্যাটসম্যানদের এমন 'বেধড়ক পিটুনি'র পর দেখা গেল পুরো উল্টো চিত্র, আইভরিয়ানরা যেন ব্যাটই ধরতে জানেন না! ওপেনার ওত্তারা মোহাম্মদ যখন প্রথম ওভারের শেষ বলে আউট হন, স্কোরবোর্ডে ৪ রান। টানা দুই বলে দুটি ডাবলস নিয়ে পরের বলে আউট হন তিনি। ওই ৪ রানের পরই ধসে পড়ে পুরো ব্যাটিং লাইনআপ। আর ৩ রান তুলতেই একে একে আউট হয়ে যান বাকি ৯ ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে ৪ রানে প্রথম ও দ্বিতীয় উইকেট, ৫ রানে তৃতীয় ও চতুর্থ উইকেট, ৬ রানে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এবং ৭ রানে অষ্টম, নবম ও দশম উইকেটের পতন ঘটে।
এমন নয় যে কেউ প্রথম বলে আউট হয়েছেন। প্রত্যেক ব্যাটসম্যানই কমপক্ষে দুটি বল খেলেছেন। এতে অবশ্য একটা লাভ হয়েছে। সর্বনিম্ন ৭ রানে অলআউট হলেও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে কম বলে অলআউটের লজ্জায় পড়তে হয়নি আইভরিকোস্টকে। দলটি খেলেছে ৭.৩ ওভার বা ৪৫ বল, সর্বনিম্ন বলে অলআউটের রেকর্ডটা রয়ে গেছে ২০২৩ সালে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে রুয়ান্ডার ৩৭ বল (অলআউট ২৪ রানে)। গত মাসেই এই আইভরিকোস্ট সিয়েরা লিওনের কাছে অলআউট হয়েছিল ২১ রানে।
আবার নাইজেরিয়া যে ২৭১ রানের পুঁজির পর ৭ রানে অলআউট করে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড গড়তে পেরেছে তা-ও নয়। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রানের দিক থেকে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ডটা এখনো গত মাসে গাম্বিয়ার বিপক্ষে জিম্বাবুয়ের ২৯০ রানের জয়। নাইজেরিয়ার ২৬৪ রানের জয়টি তালিকায় তৃতীয়।
তবে দিন শেষে ম্যাচটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আলোচনায় থেকে যাবে আইভরিয়ানদের ৭ রানে অলআউটের কারণে। কেউ ব্যাটিং পারুক বা না পারুক, মাত্র ৭ রানে অলআউট হওয়া সহজ কিছু নিশ্চয়ই নয়।

মুচিয়ায় ৩৬তম নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ● মালদা
আপনজন: ৩৬ তম এক নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল মালদহের মুচিয়া মহাদেবপুর এলাকায়। রবিবার রাত্র ভোর পর্যন্ত চলল পুরাতন মালদার মুচিয়া মহাদেবপুর ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত ৩৬ তম এক নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই ফুটবল খেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী,কাউন্সিলর বাবলা সরকার,বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিতাই মন্ডল,

প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার, মুচিয়া অঞ্চল প্রধান পলি দাস,পুরাতন মালদা যুব কনভেনার কমল ঘোষ সহ অন্যান্য। এই খেলায় জেলা সহ জেলার বাইরে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করে।ফাইনালে ওঠে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব বনাম যাত্রা ডাঙ্গা প্রগতি সংঘ। এই খেলায় প্রথম পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়, নগদ ৫০ হাজার টাকা ও ট্রফি এবং রানাস দলকে দেওয়া হবে নগদ ৩০ হাজার টাকা ও ট্রফি। এছাড়াও রয়েছে বিশেষ ভাবে প্রতিটা ম্যাচে দেওয়া হয় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, বেস্ট গোলকিপার,বেস্ট প্লেয়ারদের ট্রফি। এই খেলা দেখতে ভিড়জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রচুর ফুটবল প্রেমী। খেলার শেষে বিজয়ের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

পন্তকে যে কারণে নিলামে ডাকেইনি প্রীতির পাঞ্জাব, ব্যাখ্যা দিলেন পন্টিং

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ আইপিএল মেগা নিলামে শ্রেয়াস আইয়ারকে ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনে নেয় পাঞ্জাব কিংস। এর কিছুক্ষণ পর নিলামে নাম ওঠে সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ক্রিকেটার ঋষভ পন্তের। নিলাম শুরুর আগে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, পন্ত পাঞ্জাব কিংসের আগ্রহের শীর্ষে আছেন। বিশেষ করে দলটির কোচ রিকি পন্টিংয়ের। কিন্তু পন্তের নাম যখন নিলামে ওঠে, একটিবারের জন্যও ডাকেনি পাঞ্জাব।
আইপিএলের নিলামে সর্বোচ্চ দামের খেলোয়াড়ের রেকর্ড ভেঙে আইয়ারকে কেনা পাঞ্জাব কেন পন্তের প্রতি কোনো আগ্রহই দেখাল না–এমন প্রশ্ন উঠেছে ক্রিকেট মহলে। প্রথম দিনের নিলাম শেষে এর উত্তর সংক্ষেপে দিয়েছেন পাঞ্জাবের প্রধান কোচ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক পন্টিং।
ব্যাপারটি যে অবশ্যই আর্থিক, সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। আইয়ারের গড়া সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের রেকর্ড যে পন্ত ভেঙে দিতে পারেন, সেটা অনুমান করেছিলেন অনেকেই।

পন্তের নাম নিলামে ওঠার পর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের লড়াইটা বেশ জমে উঠেছিল, পন্তের দামও বাড়ছিল তরতর করে। পরে লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গে সেই লড়াইয়ে নেমেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত ২০ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতেই তাঁকে পেয়ে যাচ্ছিল লক্ষ্ণৌ। তবে সেই সময় পন্তের গত মৌসুমের দল দিল্লি ক্যাপিটালস রাইট টু ম্যাচ (আরটিএম) কার্ড ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করে। নিয়ম অনুযায়ী লক্ষ্ণৌকে তখন আরও এক দফা দাম বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়। একলাফে ২৭ কোটি দাম বলে দেয় লক্ষ্ণৌ। আর এই দামেই পন্তকে পেয়ে যায় লক্ষ্ণৌ। ১১০ কোটি ৫০ লাখ রুপি নিয়ে নিলামে আসা পাঞ্জাব আগেই পৌনে ২৭ কোটি রুপি দিয়ে আইয়ারকে কেনায় পন্তকে নিয়ে লড়াইয়ে নামার আগে একটু পেছনে পড়ে যায়। এত অর্থ দিয়ে দুজন খেলোয়াড় কিনলে দল সাজাতেই হয়তো সমস্যায় পড়তে হতো তাদের। পন্টিংও বললেন প্রায় একই কথা, 'আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না। আমি (বেশি দামে) আরেকজনকে নিয়েছি। ঋষভ কী করতে পারে, সেটা সবাই জানে। খেলাটিতে বা দলে তার মূল্য কেমন, সেটাও সবার জানা।' তাহলে এবারের আইপিএলে পাঞ্জাবের নেতৃত্ব কি আইয়ারের কাঁধে থাকবে–এমন প্রশ্নের উত্তরে পন্টিং বলেছেন, 'আমি তার সঙ্গে এখনো কথা বলিনি। নিলামের আগে তার সঙ্গে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে ফোন ধরেনি।'

আলিপুরে মাদ্রাসা স্পোর্টস কমিটির বৈঠক

আপনজন: আলিপুরে মাদ্রাসা গেমস এন্ড স্পোর্টস কমিটির বৈঠকে উপস্থিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মাদ্রাসা গেমস্ এন্ড স্পোর্টস কমিটির সদস্যরা ।

এলাকার সম্প্রীতিকে বজায় রাখতে সীমান্ত এলাকায় ফুটবল খেলা

এহসানুল হক ● বসিরহাট
আপনজন: উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ছয় জায়গায় ব্যাপকভাবে জয়লাভ করেছে পাশাপাশি এলাকার সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সম্প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত হয় ইটিন্ডা বাজারে। এই সম্প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টে দুটি দল অংশ নেয় একটি হচ্ছে ইটিন্ডা পানিতর পঞ্চায়েত এবং গাছা আখারপুর পঞ্চায়েত। ফুটবল টুর্নামেন্ট কে ঘিরে মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মত। এদিনের এই ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম দফাদার এবং বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শারিফুল ইসলাম মন্ডল। তাদের উদ্যোগেই এই বিশেষ সম্প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নেতা তথা অভিনেতা জুনায়েদ খান। খেলার শেষে ইটিন্ডা পানি তর পঞ্চায়েত এক শূন্য গোলে গাছা আখারপুর পঞ্চায়েত কে হারিয়ে দেয়। এই খেলায় অংশ নেয় দুই পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যরা। এদিন বসিরহাট তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের ভাইস চেয়ারম্যান শারিফুল ইসলাম মন্ডল বলেন , আমরা উপনির্বাচনের যে জয় তৃণমূল কংগ্রেসের সেই নিয়ে পাশাপাশি এলাকার সম্প্রীতি কে অক্ষুন্ন রাখতে একটি সম্প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি দুটি পঞ্চায়েত ইটিন্ডা পানিতর পঞ্চায়েত এবং গাছাআখারপুর পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে এই খেলার

আয়োজন করা হয়।পনেরো মিনিট করে এই খেলায় অবশেষে জয় পায় এক গোলে ইটিন্ডা পানিতর পঞ্চায়েত। আমরা এই খেলা থেকে সবাইকে বার্তা দেই আমরা সবাই হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গেই মিলেমিশে চলবো। বিভিন্ন মানুষ বিশেষ করে বিজেপি নামক একটি দল তারা বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে। সেই দিকেই তাকিয়ে এই সম্প্রীতি খেলা। এদিন বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম দফাদার বলেন, আমরা এই সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করে। হিন্দু মুসলিম সকলে মিলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসবাস। সম্প্রীতিকে অক্ষুন্ন রাখতে এবং সবাইকে বিশেষ বার্তা দিতেই সম্প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি
MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB
দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে
ভর্তির সু-পরামর্শ
9804281628 /8100057613
CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE
Park Circus Kolkata
www.checkmatecareer.com
ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**